# জলের মর্মর

# জলের মর্মর

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

# JALER MARMAR

*A collection of Bengali Poems*

*by*

**Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ২০১০

কপিরাইট
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়
ব্রুক পি. ওয়ান. এইচ
শেরউড এস্টেট
১৬৯ এন.এস.বোস রোড
কলকাতা ৭০০০৮৭

পরিবেশক
প্রণতি পাবলিশিং হাউস
১৭০/৪৩, লেক গার্ডেন্স
কলকাতা ৭০০০৪৫

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৪০

যোগাযোগ : ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : hpt..//www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশো কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

অধ্যাপক ড. হিমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক দীননাথ ঘটক

উপেক্ষার মেঘ প্রত্যাখ্যানের হাওয়া
নিস্পৃহতার ছায়াপথ
ধ'রে সে চ'লে গেছে।

সেই গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
আমার এমন অসুখ
বিনিদ্রবেদন প্রার্থনা
বিশ্বাসপ্রবণ সমর্পণ

সূক্ষ্মশরীরের উচ্চারণ ঃ
সে এসেছিল।

## ভুলে যেতে যেতে

ভুলে যেতে যেতে মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে
শেকড়ে টান পড়ে টনটন ক'রে ওঠে ব্যথা
প্রাণপণে মনকে বোঝালেও বেঁকে বসে
ভুলে যেতে যেতে পিছু পিছু অনুসরণ করতে থাকে
একটা ধূসর পথরেখা।

ভুলে যেতে যেতে মাঝরাতে ঘুম ভাঙায়
একফালি জ্যোৎস্না, কড়া নাড়তেই থাকে ঝাপসা অন্ধকার
চাবি খুলিয়ে চিঠির বাক্স থেকে দৌড়ে
পালায় টিকটিকি
জানলায় ঘুমন্ত মুখে চেয়ে থাকে শ্রাবণের শাদা মেঘ।

ভুলে যেতে যেতে এই সব ঘটে
কেউ যেন অনুরোধ করে
আর একবার সে আসুক আর একবার কোথাও
তার সঙ্গে দেখা হোক আর একবার অপেক্ষার
সুগন্ধে ভ'রে উঠুক ঘরদোর প্রত্যাখ্যানের বিদ্যুতে
বিদীর্ণ হোক অন্ধকার আকাশ আর একবার
অন্তত একবার
তার নিস্পৃহতার ছায়াপথে দাঁড়িয়ে থাকি।

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

| | | |
|---|---|---|
| ভালবাসায় অভিমানে | ১৯৭৬ | আকাদমিআ-কলকাতা, প্রথম প্রকাশ |
| ভালবাসায় অভিমানে | ২০১০ | আকাদমিআ-কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ |
| কবিতার কাছাকাছি একা | ১৯৮১ | আকাদমিআ-কলকাতা |
| বৃষ্টির মেঘ | ১৯৮২ | আকাদমিআ-কলকাতা |
| কোজাগর | ১৯৮৪ | প্রমা-কলকাতা |
| আরশি টাওয়ার | ১৯৮৯ | সংবেদ-কলকাতা |
| মা | ২০০৩ | আর্ষ-বাঁকুড়া |
| পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে | ২০০৮ | কালপ্রতিমা-কলকাতা |
| উৎফুল্ল গোধূলি | ২০০৮ | কালপ্রতিমা-কলকাতা |
| কয়েক টুকরো | ২০১০ | কালপ্রতিমা-কলকাতা |
| প্রাচীন পদাবলী | ২০১০ | কালপ্রতিমা-কলকাতা |
| মুখর প্রচ্ছদ | ২০১০ | প্রণতি পাবলিশিং হাউস-কলকাতা |
| গেরুয়া তিমির | যন্ত্রস্থ | |

# সূচীপত্র


□ প্রেমকে মৃত্যুকে □ অবুঝ ১১
□ দেখতে পাই না পাই □ রাজরাজেশ্বরী মঠ ১২
□ অনিচ্ছাকৃত □ ন'টি দিন ১৩
□ রবীন্দ্রনাথ □ বুঝাতে বুঝাতে ১৪
□ প্রবণতা ১৫
□ বুড়ো গন্ধরাজ □ তার নিশান ১৬
□ দুর্বলতা □ অধঃপতনের শব্দ ১৭
□ রামধনু □ কথোপকথন ১৮
□ মৃত্যুদিন □ আজ মনে হল ১৯
□ ভয়□ জীবনের গল্প □ অনন্তনিথর ২০
□ হাত ধ'রে ২১
□ অস্পষ্ট □ এই আছি এই নেই ২২
□ জলপাই রঙের মেঘ □ ক্ষুৎপিপাসা ২৩
□ স্পর্শ □ তোমার মনে পড়বে ২৪
□ চলে এসো ২৫
□ কৌতুক □ প্রশ্রয় ২৬
□ ভোরের দিকে ২৭
□ অহঙ্কার □ ভালবাসা ২৮
□ জাহ্নবীরেখা যমুনারেখা □ হৃতসর্বস্ব ২৯
□ তোমার ইচ্ছে □ কখনো সুনামী ৩০
□ বয়স □ ঘাসের জঙ্গলে ৩১
□ সায়াহ্ন □ এক বিন্দু হাহাকার ৩২
□ ঝড়বৃষ্টি □ কাঙাল ৩৩
□ ভালবাসা ৩৪
□ স্বর্গাদপি □ ভীতু ৩৫
□ হাওয়া □ সন্ধের কবিতা ৩৬
□ সন্ন্যাসের দিকে □ হিম পতন □ দেখা ৩৭
□ নীল প্রান্তরে □ বহুদূর থেকে ৩৮
□ কথাগুলি □ ছ'দিন পর ৩৯
□ ম্লান পান □ আলস্যপুরাণ ৪০
□ থিরুভনমযুর □ দাম্পত্য □ সংলগ্ন সন্ত্রাস ৪১
□ আর একটি কবিতা □ ওরা ৪২
□ মাঝরাতের মুখ □ কথা বলো ৪৩
□ লজ্জা □ কৃষক ৪৪
□ কৃষ্ণপক্ষ □ পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭৬ ৪৫
□ মূর্তি □ দেখতে দেখতে ৪৬
□ পরিবর্তনের পথে □ আশ্চর্য পৃথিবী ৪৭
□ লিখতে পারলাম না ৪৮
□ জ্যোৎস্নায় □ ছবিগুলি ৪৯
□ বৃষ্টির মেঘে □ অবলুপ্ত অপলুপ্ত ৫০
□ কথাগুলি □ চিঠি ৫১

□ কৌতুক ৫২
□ সঙ □ নতুন ক'রে ৫৩
□ সারদাসূক্ত □ স্রোতে ৫৪
□ মৃত্যুকে □ ছবি ৫৫
□ চলি □ যাওয়া ৫৬
□ অবেলায় □ তোমার কথা ৫৭
□ হেঁটে যাও □ নিস্পৃহ ৫৮
□ অনিবেদিত □ অলকানন্দা ৫৯
□ শিল্পনিবেশ ৬০
□ ভুলো না যেন □ অ্যালবাম ৬১
□ টের পাই □ জন্মদিন ৬২
□ অন্ধতিমির □ যাওয়া আসা ৬৩
□ মাঝে মাঝে স্পষ্ট ক'রে □ সে ৬৪
□ ভুলে যেতে যেতে ৬৫
□ জগন্নাথ □ ভেঙে পড়ে ৬৬
□ আষাঢ় ৬৭
□ কে কোথায় □ একদিন ৬৮
□ পুজোর ঘরে □ স্পর্শকাতর ৬৯
□ সন্ধে □ দ্বৈধ ৭০
□ অবেলায় □ শান্তি পাঠ ৭১
□ সমুদ্রসম্ভবা □ কবয়ো বদন্তি ৭২
□ অপাণিপাদ □ তোমার কথা ৭৩
□ শাদা পাতা ৭৪
□ মুঠো □ যেতে যেতে ৭৫
□ পথ আগলে □ পরস্য ন পরস্যেতি □ মমেতি ন মমেতি চ ৭৬
□ কেউ কারও মুখ □ ছুটি ৭৭
□ যাওয়া হল না □ শ্রাবণরাত ৭৮
□ এক সময় ৭৯
□ ওরা □ সন্ধের অন্ধকার ৮০
□ ভিজিয়ে দেয় □ পথরেখা ৮১
□ একটি রিভিয়ু □ বলা হয় না ৮২
□ দুঃখ হয় □ ঘর ৮৩
□ যে বোঝে □ পথিক □ বাড়ি ৮৪
□ যাপন □ তোমাকে নমস্কার ৮৫
□ শুধু শরণাগতি □ পাঠ ৮৬
□ নীল ঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ □ দ্বা সুপর্ণা □ আজ ৮৭
□ মন খারাপ □ ভালবাসা □ কেননা ৮৮
□ পাগলামি বিষয়ক □ স্বপ্নের রেলগাড়ি ৮৯
□ লেখা পত্রে □ তবে যাও ৯০
□ আসলে অজুহাত □ স্বপ্নে ৯১
□ সায়ন্তন □ বহুদিন □ ভালো থাকবে ৯২
□ স্থান □ পিতামহ ৯৩
□ খুব নিচুতে □ দূর থেকে ৯৪
□ পূর্ব, উত্তর □ কানু ছাড়া □ পাথর ৯৫

# জলের মর্মর

রচনাকাল ঃ মে - ডিসেম্বর ২০১০

## প্রেমকে মৃত্যুকে

কাউকেই খালি হাতে ফেরাইনি।
শুধু আমার মুঠোতে কিছু নেই।
আজ খুব ভালো লাগে এই শূন্যতা।
আজ খুব ভালো লাগে এই আকাশ।
তুমি কিছু না দিলেও পূর্ণ
তুমিও কিছু না দিলেও পূর্ণ
পূর্ণমিদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

## অবুঝ

বলতে পারিনি।
কত অনায়াসে বলা যেত।
পারিনি।
সব কি ভাষায় বলতে হবে?
সব কি অনুবাদ করতে হবে?
নদীর ভাষা
প্রান্তরের ভাষা
পাখির ভাষা
ফুলেদের—
বোঝো না?
শুধু আমার
হৃদয়ের ভাষার জন্যে
বৈখরী ভূমি চাই!
পশ্যন্তী পরায় বাজে না?

## চলো বেড়িয়ে আসি

কত যে বকেছি তার ইয়ত্তা নেই। কত যে
সময় নষ্ট করেছি। আজ
যখন চুপ, তুমি উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছ
তোমার ছায়া তোমার পায়ের শব্দ তোমার
দিব্যগন্ধ
আমাকে চঞ্চল ক'রে তুলছে।
এই সব অনুভব আর লেখার বিষয়
করব না।
মূর্খ কবি জেনেছে
অমোঘ বৃক্ষে দুটি পাখি
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।
আজ অগ্নি জানুক গোপন দহন
জল পিপাসাকাতর বেদনা
আকাশ স্পৃহাহীন ঘটনাপুঞ্জ
আর বাতাস নিঃশ্বাসের বেনুচলাচল।

কবিতার খাতা রেখে চলো আজ একটু
বেড়িয়ে আসি।

## সন্ধ্যা

এখন বয়স। এখন বাতাস শান্ত স্থির।
প্রকৃতি অন্তর্মুখী। নদীটি মোহনামুখী।
আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে আলো।
কোথাও ফুলের বিকাশোন্মুখ কুঁড়িগুলি
গন্ধ ছড়াচ্ছে একটু একটু। কোলাহলহীন।
এখন তোমার কাছে ব'সে থাকার সময়।
এখন তোমার হাত হাতে নিয়ে শুধু
নীরবে তাকিয়ে থাকার সময়। এখন
সারাজীবনের বিষাদ মুছে গেছে দেখ
আনন্দ ও বিষাদের মুখোশগুলি

## অনিচ্ছাকৃত

আমি চাইনি এভাবে শেষ হোক
যেভাবে শুরু হয়েছিল সেও
আমার অনভিপ্রেত
এই সব শুরুও শেষের মাঝখানে
তোমার রহস্যচমকিত কৌতুক ও কৌতূহল
আমি বিমূঢ়
আমার মতো গ্রাম্য মূর্খকে নিয়ে তোমার খেলা
মানায় না
প্রার্থনার দুর্বলতা বা দুর্বলতার প্রার্থনা করজোড়ে
মার্জনাপ্রার্থী
কেউ চ'লে যাবার সময় অন্তত তুমি স্পষ্ট হও
গড়িয়ে পড়া আমার অশ্রুর মতো

## ন'টি দিন

মাত্র ন'টি দিনেই ফিকে হয়ে গেল ও মুখের
পেন্সিল স্কেচ।
গ্রীষ্মভারাতুর হাওয়ায় কানাকানি ক'রে ওঠা
গল্প ফুরোলো। ন'টে মুড়োলো না ব'লে
কোনো ভরসা রইল কি?
কী বিচিত্রতা এইসব গোপন কাহিনীতে।
কী সাংকেতিক রেখাচিত্র কুলুঙ্গির অন্ধকার
ধুলোয় মাখা দেশান্তর স্পর্শশিহর সমুদ্র
মাত্র ন'টি দিন নিয়ে গেল নক্ষত্রমালিনীর
ধূসর জনরব
রতনঝুরোকা।

তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা সেই মণ্ডুকের
যার জগৎ খুবই ছোট, পরিসর খুই সীমাবদ্ধ।
কিন্তু তোমাকে ভালবাসবার অধিকার আমার
পরিধিহীন।
সবচেয়ে বড় কথা
আমার দুঃখের ভুবন
আমার ব্যর্থতার পৃথিবী
অপরূপ বেদনার কারুকার্য
তোমার আশ্চর্য আলোতে পরিপ্লাবিত।
আমার আত্মঘাতী অন্বেষণের হাহাকারে
তুমি
আমার অপেক্ষাকাতর ব্যপ্তিহীনতায়
তুমি
আমার অপজীবন থেকে অবসিতলোকে
তুমি

এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত
ঘোষণাহীন দেবলোক।
জ্ঞানের জানায় নয়, প্রেমের জানায় আনন্দের জানায়
তোমাকে জেনেছি।
তুমি দু'হাত বাড়িয়ে ধরেছ আমাকে!

## বুঝতে বুঝতে

আমি বুঝতে পারি না।
বুঝতে পারি না তার আসার ধরন
তার চ'লে যাওয়ার ভঙ্গিমা।
এত মেঘ এত হাওয়া এত বৃষ্টি
তার ভ্রূভঙ্গের জন্যে
না তার ভ্রূবিলাসের ফলশ্রুতি এই সব।

সে এসেছিল ব'লে এই বাড়ি
ক'খানা ইঁটের ঘর
দেবায়তন হয়ে উঠেছিল
না দেবাঙ্গনেই আবির্ভাব হয়েছিল তার।
আমি বুঝতে পারি না
সে এসে এই দরজা এই জানালা
খুলে দিয়ে গেছে
না খোলা পেয়েই সে এসেছিল।
বুঝতে পারি না
তার জন্যে এই লেখা
না এই লেখার জন্যেই সে
এইসব বুঝতে বুঝতে
বুঝতে বুঝতে
আমার ছায়া দীর্ঘতম হয়ে এল কখন।

## প্রবণতা

প্রত্যাখানের প্রবণতা নিয়েই তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ
ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলে আমার বাড়ি
বাড়ি বলতে ক'খানা
ভাঙা ইঁট
মরা হাজা খটখটে এক চিলতে বাগান
আমার অশ্রুস্পর্শী পিপাসার কথা
তোমার মনে পড়ে?
তুমি একবিন্দু জল দিলে না এক বিন্দু অশ্রুও।
তোমার মন খারাপ হয়?
তুমি মেঘ ডাকলে ভয় পাও?
সমুদ্র দেখে উদাস হয়ে ওঠো?
কোনো ভোর বা দুপুর বা বিকেলের
জানলা খুলে
দেখতে পাও একজন ভীতু মানুষ পথ চলছে
রোদ্দুর বৃষ্টিতে শীতে
তোমার কিছু মনে পড়ে না?
প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা নিয়ে তুমি ভালবেসেছ!

## বুড়ো গন্ধরাজ

এই খোঁজাখুঁজির জন্যে এত বেলা
এত জরা এত কষ্ট।
পেতে পেতে আরও পাওয়ার ইচ্ছে হয়।
কিন্তু জীবনের পাত্র তো বড় ছোট
যা চাও তা তো ধরবে না কুলোবে না
এ এক রোমান্টিক এগনি।
চাওয়া পাওয়ার মাঝখানে ধূধূ করছে
দিগন্তবিস্তৃত মাঠ।
পানপাত্র আর ওষ্ঠের মাঝখানে
কী দুস্তর ব্যবধান।
একজন হৃতসর্বস্ব মানুষের ছায়া
কিছুতেই যেন তার সঙ্গ ছাড়ে না
নাকি সে-ই ছায়ার অনুগামী!
এই সব প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়
বাগানের বুড়ো গন্ধরাজকে।

## তার নিশান

তুমি আমার মনের মত হবে—এই ইচ্ছেই
দুর্বিপাক ডেকে আনে জীবনে।
তোমাকে সহ্য করার মেনে নেবার
ভালবাসবার
আধারশক্তি ছাড়া
শান্তি নেই পূর্ণতা নেই।
সত্যের স্বরূপ শিবতরও হতে পারে।
বলতে পারা চাই নমঃ শিবতরায়ঃ।
বজ্র বিদীর্ণ ভেঙে পড়া আকাশ
সুন্দর না?
তাই তার নিশানে
পদ্মের মাঝখানে বজ্র।

## দুর্বলতা

দুর্বল হয়ে গেলাম ভেঙে পড়লাম।
ছুঁতে না ছুঁতেই হেসে উঠলে সপ্রতিভ।
বহুদূর থেকে ভেসে এল সজলছায়ার মেঘ
বৃষ্টি এলোমেলো হাওয়া
যেন রচিত হল এক মায়াবী দ্বীপ
বেদনাময় এক আহ্বান মিলিয়ে যাচ্ছে ঢেউএ ঢেউএ
স'রে স'রে যাচ্ছে রোদ্দুর জলকণা রক্তিম হাহাকার
তুমি হেসে উঠলে—ক্লান্ত অবসন্ন তুমি
সময় দেখলে হঠাৎ।
তোমার কোনো দুর্বলতা নেই? ভেঙে পড়া নেই? কোনো কষ্ট?
শুধু বহু দূর সমুদ্রের স্বনন আর হাওয়া
আর সজলছায়ার মেঘ!

## অধঃপতনের শব্দ

আমি হাঁটতে হাঁটতে যাই আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি
এত নির্জন পথ যে পাতা খ'সে পড়ার শব্দ ওঠে
ধুলোবালি উড়ে যাবার শব্দ ওঠে সেগুনের বনে
ফুল ঝ'রে পড়ার শব্দ ওঠে
আর তোমার সেই মুখ
রাশি রাশি শব্দ ঘেঁটে যার কোনো উপমা পাইনি সেই
মুখ আমার হৃদয় অধিকার ক'রে সুন্দর হেসে হেসে
পাশে পাশে যায়, প্রায়স্পর্শ এরকম
তবু বলতে ইচ্ছে করছে যেন মৃণালবিহীন পদ্ম
সুগন্ধ শুশ্রূষা
আমি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি কথা বলি কথা বলি
ফিরে এসে শূন্য ঘরে দেখি ভীষণ জরুরি কথাটাই
বলা হয়নি তোমাকে

আর তুমি ততক্ষণে ফিরে গেছো মায়াপুরীতে—ফোন করা যাবে না।

## রামধনু

যত পালিয়ে যাই তত তোমার কাছাকাছি চ'লে আসি
দশদিন এগারো দিন আমি জঙ্গলমহল দান্তেওয়াড়ে
থেকে কালাহাণ্ডি আমলাশোল ঘুরে বেড়িয়েছি
দশদিন এগারো দিন আমি
আই পি এল শশীথারুর আইসল্যান্ড ক'রে বেড়িয়েছি
দশদিন এগারো দিন আমি পৌরনির্বাচন তদন্ত কমিশন
ছাব্বিশ এগারোর রায়ে মত্ত থেকে
আজ তোমার সঙ্গে সমুদ্রতটে দেখা
তুমি অ্যাপোলোতে এত ব্যস্ত যে বার বার সময় দেখাচ্ছো আমাকে
এত সুন্দর এত সুন্দর আজেবাজে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে পার যে
আমার আসল কথার খেই হারিয়ে যায় আর আমি
নির্বোধ নির্বাক হয়ে লিখতে ব'সে দেখি
আকাশে আকাশে কী দুরন্ত সেতু
তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি বৃষ্টি এসেছিল?

## কথোপকথন

পাগল ভাববে ভাবো এই আমার ধরণ এইভাবেই
আমি যাই আসি
এই আছি এই নেই আমার রকম সকম
পাগল ভাববে ভাবো
এই দশদিন আমি তোমাকে
খুঁজে বেরিয়েছি ধূ ধূ গ্রীষ্মের দুপুরের লু তে
যেন হারিয়ে গিয়েছো কোথাও
আমার অস্থির বিষণ্ণতা
তোমাকে এক চুল বিচলিত করে না?
শুধু হাসো আর হেসে
বলো, সময় হয়ে গেছে, বাই—
যেন আমি চঞ্চল নদীকে বাঁধতে চেয়েছি মুঠোয়
যেন আমি অস্থির সুবাতাসকে স্তব্ধ করে রাখতে চেয়েছি
যেন আমি পবিত্র পদ্মকে ছুঁতে চেয়েছি মলিন হাতে

পাগল ভাববে ভাবো, এই হাহাকার নিয়েই চ'লে যাব একদিন

## মৃত্যুদিন

তোমাদের মৃত্যুদিন মনে আছে। জন্মদিনের কথা
জানি না।
তোমাদের মুখ ভেঙে ভেঙে যায়
শরীর ভেঙে ভেঙে যায়।
ঠিক অবয়ব দিতে পারি না।
ধ্যান ব্যবধানের মাঝখানে তবু জেগে থাকো।
আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রক্ত চলাচল
অনুভব করি।
মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দান করে গেছো তোমরা।
আমরা তার ফসল।
পূজার ফুল।
পবিত্র কর্মকাণ্ড।
জন্মদিন মনে রাখিনি—
সেই অপব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত
এই মৃত্যুদিনের নির্জন উৎসব।

## আজ মনে হল

আজ মনে হল ঠিক আমার ছেলেবেলার সেই
রোরুদ্যমানা নদী
মনে হল ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে চলেছে যে একা
নীরব নিশীথিনী
মনে হল আমার সেই চিঠি, লণ্ঠন দুলিয়ে দুলিয়ে
আনতো রাতের পোস্টম্যান
একটা কষ্ট হাহাকার হয়ে তোমার সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত
হয়ে পড়ল
তোমার জ্বরতপ্ত কপালে হাত রাখল ম্লান শুশ্রূষার বাতাস
দেখলাম তুমি ছুঁতে না ছুঁতেই ভেঙে যাওয়া পাপড়ি
নিস্পৃহ অভিরুচিহীন অন্ধকারে টলোমলো পায়ে
পার হচ্ছো বালিয়াড়ি
মনে হল, আজ মনে হল, আমি তোমাকে ভালবাসিনি
কোনোদিন!

## ভয়

এই বয়সে এত আবেগ ভাল না—
ব'লে, যেন তোমার গোপন কথা জানি
এই ভান ক'রে হেসে চ'লে গেল
আমারই ছায়া।
একটু খানি আনন্দের স্পর্শে
উদ্বেল হৃদয়
সহসা ওই কথায় কুঁকড়ে উঠল।
কী জানে? কী জানে ও?
আমারই ছায়া ব'লে
ভয়।

## জীবনের গল্প

এইভাবেই ফুরোতে থাকে পথ শুরু হতে থাকে গন্তব্য
কতক্ষণ গোচরতাহীন থাকবে স্মৃতিলব্ধ বেদনা
মুছে ফেলার প্রবণতাও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে
আত্মপরিচয় ফুটে উঠতে থাকে আনাচে কানাচে
শুচিবায়ুগ্রস্ত হাহাকার লাফিয়ে লাফিয়ে চ'লে যায়
শিল্পময় হয়ে ওঠে ব্যথার বিহ্বলতা
আমরা হাসি
এক সময় বলি, চলি তাহলে—
আর তখনই
চাঁদ ওঠে জ্যোৎস্নায় হিরণ্ময় হয়ে ওঠে জীবনের গল্প

## অনন্তনিথর

কোথাও নদী নেই নদীর চিহ্ন নেই কোথাও
তবু এক নদীর কথা বার বার চ'লে আসে
কোথাও ঝাউ নেই বাগানে জামরুল নেই
তবু ঝাউয়ের করতালি বাজে জামরুলের ছায়া কাঁপে

কোথাও ছায়াপথ দেখি না তার নীচে তোমাকে
তবু তুমি, অবিকল তুমি দাঁড়িয়ে থাকো
ছড়িয়ে থাকা কবিতার টুকরোগুলি তোমার
চারদিকে প'ড়ে থাকে
যদিও কবিতা নেই কোথাও
এই রকম এই রকমই সব ঘটতে থাকে
আজকাল
আর আমার গমনপথের দিকে
শুশ্রূষার মত তোমার দৃষ্টি তোমার স্নেহার্ত দৃষ্টি
অনন্তনিথর হয়ে যায়

## হাত ধ'রে

কারও সঙ্গেই আর দেখা করা হ'ল না।
তুমি কেবলই হাত ধ'রে বললে চলো চলো।
এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আমি
তোমার সঙ্গে পথ চললাম—
কারও সঙ্গেই দেখা করা হল না আমার
পথের পাশে নদী নদীর তীরে প্রাচীন গাছ
গাছের ছায়ায় উদাসীন পথিক
পথিকের চোখে হৃতসর্বস্ব দৃষ্টি—
তোমার হাতে হাত রেখে আমার অভিগমন—
আমার টলোমলো সাঁকো নিভৃত প্রার্থনা
আমার সারা জীবনের কান্না হাসি
উন্মুখর এলোমেলো কথা
ভালবাসার ঘূর্ণি
ধুলোয় ধুলোময় পৃথিবী
ছেঁড়াপাতায় পাতাময় পৃথিবী
অরণ্যচারী অন্ধকারময় পৃথিবী—
তোমার হাতে হাত চোখে চোখ আমি
পেরিয়ে চলেছি জন্ম-জন্মান্তর
লোক লোকান্তর
কারো সঙ্গেই আর দেখা হল না আমার

## অস্পষ্ট

আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে তুমি উঠে গিয়েছ।
যেমন স'রে যায় মেঘের ফাঁকে জ্যোৎস্না তীরের বাঁকে নদী
পত্রপুঞ্জে পাখি দুঃখের পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ।
আমি অস্পষ্ট অনুভব করেছি তুমি তাপিত কপোল বেয়ে
গড়িয়ে চলেছো অশ্রু।
তখন দেবলোক থেকে বৃষ্টি নেমে আসে ধুলোতে বালিতে
গন্ধর্বেরা গান গায়, ল্যাভেন্ডার বনে ঘুরে বেড়ায়
স্বাতী অরুন্ধতী
বন্ধুর মত সুগন্ধ এসে নিবিড়তর ক'রে তোলে
সন্ধ্যার বাতাস
তোমাকে দেখা যায় না চোখের আলোয়
যেন মৃদ স্পর্শের রক্তচমকিত বেদনায় আরক্তিম আকাশ
আমাকে সমনস্ক করে বলে
এসো এসো—

## এই আছি এই নেই

ক'দিন রয়েছো, কোথায় রয়েছো?
আমি এই আছি এই নেই।
কোথায়ই বা নেই। এলেই দেখা
হতে পারে, না এলেও।
দেখা না হলেও দেখা হতে পারে।
আমার নিয়ম নেই অনিয়মও।
জেগেও নেই ঘুমিয়েও নেই।
স্তব্ধ আকাশের পরতে পরতে
যে স্পন্দন যে রম্যবীণা
যে অনির্বচনীয় আনন্দ
সে আমারই বেদনা।
এই আমার সংসার
পরিণামহীন ব্যাকুলতা।
আমি এই আছি এই নেই।

## জলপাই রঙের মেঘ

কাছে থাকলে সঙ্গে যাওয়া যেত
না হয় তোমার ব্যাগভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে
বাড়ি পৌঁছে দিতে পারতাম
হাঁটতে হাঁটতে কোথাও ফুচকা খাওয়া যেতে পারত
টালমাটাল হাত ধ'রে পেরোনো যেত রাস্তা
কেনাকাটা করতে কিছু ভুলে গেলে
বলতাম, দাঁড়াও আমি দৌড়ে নিয়ে আসি
তোমার জন্যে এইরকম এক আধটু কাজ
করতে পারলে
দিনটা কী খুশিতেই কাটত
এক সময় আলতু ফালুত কথা
অনির্বচনীয় কথা বলতে বলতে
পৌঁছে যেতুম তোমার সিঁড়ির মুখে
যেখানে
না আলো না অন্ধকারে জরুরি কথাটা
বলতে যেতেই, বাই ব'লে দুদ্দাড় উঠে যেতে
তুমি ওপরে
আমার হাতে ধরা থাকত তোমাকে দিতে ভুলে যাওয়া সেই
জলপাই রঙের মেঘ
যা দৌড়ে এনেছিলাম একটু আগেই

## ক্ষুৎপিপাসা

বেশিক্ষণ কথা হয় না। তোমার সময় কই।
আমার আবার এত সময় যে
পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে হয়।
কিংবা উদাসীন হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় চুপচাপ।
কোনো কিছুতেই কিছু হয় না।
নিস্তরঙ্গ দিন রাত নিঃশব্দ চরাচর।
শুধু কৃষ্ণচূড়ায় মেঘ রাধাচূড়ায় বৃষ্টি
কী যেন মনে করিয়ে দিয়ে চ'লে যায়

কী মনে করিয়ে দেয় ধূ ধূ দুপুর হা হা বিকেল?
কী মনে করিয়ে দেয় আকাশ উপুড় রাত?
কত কথা জ'মে ওঠে—তোমাকে বলব বলব
ক'রেও বলা হয় না—তোমার সময় কই

এত লোকের এত ক্ষুৎপিপাসা মেটে
আমার জন্যে একটু মমতা হয় না

## স্পর্শ

আমি তো তোমার দুঃখের পাশে অবনত হই।
তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারি না
কষ্ট হয়।
তোমার চোখের দিকে তাকাতে পারি না
কষ্ট হয়।
তোমাকে কিছু বলতে পারি না তখন
কষ্ট হয়।
তোমার দুঃখের ছোঁয়ায় কত যে ফুল ফুটে ওঠে
কত যে গন্ধশিহর স্তবক কাঁপতে থাকে করতলে
ক্ষয় আর ক্ষতের শুশ্রূষায় স্তব্ধ মৌন আকাশ
নেমে আসে নেমে আসে আর নেমে এসে
চুম্বন করে তোমাকে
আমি অবনত চোখ
তোমাকে স্পর্শ করতে পারি না

## তোমার মনে পড়বে

তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা মানায় না আর
বহুদিন হয়ে গেল, মেঘে মেঘে কত যে বেলা হল
কাছে অথচ দূরে কোথাও জলের কল্লোল
কাছে অথচ দূরে কোথাও পাতার মর্মর
অনুভব ও অননুভবের মাঝখানে একটা অপচ্ছায়া

এক সূর্যাস্তখচিত সোনার দিগ্বলয়ে
আশ্চর্য রথ
সংকেতহীন ব্যঞ্জনাহীন এক অদ্ভুত আয় আয় ডাক

তুমি ঠিক মনে রাখবে
যখন নিভৃত নির্জন আকাশ মাটিতে নেমে এসে
তোমাকে চুম্বন করবে
চারপাশে ঘন হয়ে থাকবে মেঘ আর কুয়াশা
পাইনবনে প্রবল ইশারায় মত্ত হয়ে উঠবে বাতাস
ঝাঁপ দিয়ে পড়া ঝর্ণায়
ভিজে যাবে তোমার পোশাক

তোমার মনে পড়বে
কোদাইকানাল এসেছিল! একটি কবিতাও লিখেছিল সে।

## চ'লে এসো

তুমি কবে আসবে, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব
ভিড় ধাক্কাধাক্কি তবু পেছনে দাঁড়াব
এক সময় সামনে গিয়ে
তুমি চোখ মেলে দেখবে আমি চোখ মেলে দেখব
আমাদের দেখা হবে
প্রতিদিনের ধ্যানের অস্পষ্ট রেখাগুলি স্পষ্ট হবে
প্রতিদিনের পূজাপাঠ প্রার্থনা নীরব করজোড়ে স্তব্ধ
প্রতিদিনের হাহাকার অতৃপ্ত অন্ধকার মুছে যাবে
দেখা হবে আমাদের
তুমি কবে আসবে, ট্রেনে না প্লেনে
টিকিট পাওয়া শুনছি দায়
যে কোনো উপায়ে চ'লে এসো
আমার নিঃসঙ্গ দেশে আমার রুক্ষ কাঁটা জমির দেশে
বদ্ধমূল বিশ্বাসের নিরুদ্ভিদ প্রান্তরের দেশে
চ'লে এসো একবার

## কৌতুক

ধ্যান জমলো না ব'লে বাইরে এসে দাঁড়ালাম
বাইরে গ্রীষ্ম লু ধূধূ প্রান্তর
বাইরে শীত পাতা ঝরা পথ হিম
বাইরে বর্ষা গুরু গুরু গর্জন বিদ্যুৎচমকিত আকাশ
বাইরে কত ঘটনার ঘনঘটা রেখাপাত কোলাহল

পূজা জমলো না ব'লে এই প্রাচীন সরোবর পদ্মবন
পাঠে মনোনিবেশ হল না ব'লে এই ভ্রাম্যমান জীবনযাপন
প্রার্থনা হল না—তাই শব্দবন্দী প্রহর যাপন

ভেতরে মস্ত শূন্যতা হাতে তুমি হাসছো
বাইরে মস্ত শূন্যতা হাতে তুমি হাসছো
ছেলেবেলার সেই ধূসর গিরগিটিটা
মাথা নেড়ে নেড়ে কৌতুক করছে কেমন
ফ্রোজেন হাতে ঢিল ছুঁড়তে পারব না জানে

## প্রশ্রয়

তোমার জন্যে একটা বাড়ি বানাবো ভেবেছিলাম
সামনে সমুদ্র ঝাউবন পাইন
দেউড়িতে মস্ত হাঁমুখ চুন সুরকির সিংহ
সারি সারি থাম গথিক গম্বুজ ফোয়ারা
পর্যাকুল সিঁড়ির সীমাহীন উত্থান আর
পাথরের পরী নৃত্যরতা প্রতিহারিণী মৃদঙ্গবাদিকা
জলের তরঙ্গভঙ্গের মত অপ্সরা জলবিম্ব কার্নিশে চাঁদ
রঙিন কাঁচ আলোর ঝারোকা পদ্মের পাতায় জলবিন্দুর মত
সামান্য গল্প
তোমার জন্যে বানাবো ভেবেছিলাম একদিন
সেই ভাবনার সুগন্ধ আজও তাড়া ক'রে ফেরে
নীল নক্ষত্রের দেশে নিয়ে যায় আমাকে
যত বলি সব কবিতায় সব কবিতায়—

সেই সুগন্ধ আমাকে পাগল ক'রে লেখায়
অমনোযোগী ক'রে তোলে
ভ্রূপল্লবে অনুযোগের বেদনাময় ছায়া
বিমূর্ত হাসিতে অনুযোগের বেদনাময় ছায়া
আমি কিছুই বানাতে পারিনি—কিছুই বানাতে পারি না
এখন শুধু শুশ্রূষাময় প্রশ্রয়ে একবার
আরক্ত গোধূলিতে তোমাকে
দেখতে চাই

## ভোরের দিকে

আগে চোখ বন্ধ ক'রে চ'লে যেতাম।
এখন সব দেখতে দেখতে যাই।
কত লাবণ্য কত মধুরতা কত সুন্দর সব।
কত বিশীর্ণ অপচ্ছায়া কত অপঘাত আঘাত—
সব সুন্দর লাগে।
কোথায় দুঃখ? কোথায় দৈন্য? কোথায় অনাহার?
আলো অন্ধকার সুখ দুঃখ মান অপমান
জয় পরাজয় সফলতা ব্যর্থতা
সব তুমি অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যে
মিলিয়ে রেখেছ।
ফিরে যাবার সময় সব দেখি
পিপাসাবিহ্বল চোখ
ক্ষুধাকাতর হৃদয়
শরণার্ত কৃতাঞ্জলি
উপচে পড়ে
আপাদমস্তক আনন্দে পেরিয়ে যাই পথ
গার্হস্থ্য সন্ন্যাস
ভালবাসানির্ভর একটা জীবন
যেন ভোরের দিকে চ'লে যেতে থাকে দ্রুত।

## অহঙ্কার

আরে, চাই বললেই কি পাওয়া যায়?
তাছাড়া উপহাস ব'লেও তো একটা কথা আছে
কৌতুক তো আছেই
সরল কিন্তু বোকা বলেই এত দূর চ'লে আসা
গ্রাম্য লোকের স্বভাবে এরকম অপমৃত্যু
একটা গল্পের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, না?
গল্পটা কিন্তু অচেনা মানুষের
বললেও কিছু এসে যাবে না আমার
আসলে এক প্রপন্ন প্ররোচনা দায়ী
একটা অবচেতন উন্মুখতা
একটা আপাদমস্তক ক্ষুৎপিপাসা
শুধুই ব্যর্থতা নিয়ে শারদোৎসব করলে
ঠিক হয় না
চাই বললেই পাওয়া যায় না কি
ন পাওয়ার অহঙ্কারও তো তুমি!

## ভালবাসা

তাকে চিনতে চিনতে আমার সব ফুরিয়ে এল।
আমার আলো আমার অন্ধকার আমার সুখ
আমার দুঃখ
আমার পথের শুকনো পাতার শব্দ ধুলো বালির স্পর্শ
আমার কত মুহূর্তের সুন্দর গন্ধ নির্নিমেষ রূপ
নিচু হয়ে নেমে আসা সজলছায়ার রস—
তাকে চিনতে চিনতে হাওয়ার হাহাকারে
চ'লে গেল বিকেলটুকু
সরে যাচ্ছে সন্ধ্যার বিশ্বাসপ্রবণ কৃতাঞ্জলি
তাকে বুঝতে বুঝতে তাকে বুঝতে বুঝতে
কখন যেন অন্ধ হয়ে গেলাম।

কিছুই দেখা হল না।
না তোমাকে
না তোমার বাগান বিল্ডিং।
কতদূর থেকে এসে
দেখি তুমি নেই
তোমার দেউড়িতে তালা।
আবার ফিরে যাওয়া।
কোথায় ফেরা?
আসন্ন সন্ধ্যার বাতাসে
পাতা ঝরার শব্দ
মর্মর
আসন্ন সন্ধ্যার স্পর্শে
যেন কার
যেন কার
স্নেহার্ত শুশ্রূষা!
দেখা হল না
ব'লে দুঃখ
দেখা হল না ব'লে হাহাকার
কখন যেন
জাহ্নবীরেখায়
জলসিক্ত হল
যমুনারেখায়
হৃতসর্বস্ব হল
তোমার সঙ্গে
দেখা হল না ব'লে
আর কষ্ট রইল না।

## হৃতসর্বস্ব

অনেক সময় নষ্ট হল।
অদ্ভুত শূন্যতা।
তোমার সঙ্গে হেঁটে
তোমার সঙ্গে কথায়
তোমার সঙ্গে রহস্যময়তায়
বিকেল।
পথে পথে পাতা।
পাতার শব্দ।
পাতার শব্দ।
শব্দের পাতারা।
যেন কার স্পর্শ
যেন কার গন্ধ
যেন কার মুখ
পাশে ছিল।
নেই।
বিকেল।
বিকেলের ছায়া।
ফিরে যাওয়া
হৃতসর্বস্ব মানুষ।

## তোমার ইচ্ছে

কী এমন বৃষ্টি হচ্ছিল যে কথা বলা যায় না?
কী এমন ঝড়ো হাওয়া যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সব?
কী এমন দুর্যোগের ঘনঘটা যা আমার কষ্টের চেয়ে বড়?
আসলে বৃষ্টি হাওয়া দুর্যোগ সব অজুহাত মাত্র
আসলে প্রশ্রয়েরও তো সীমা থাকে শূন্যতা থাকে
আসলে গরিব কাঙালেরা বড় বেশি হাত পাতে বলো

এই সব উপেক্ষার অপমান বৃষ্টিশেষের রোদ্দুরের মত
লেগে যায় আমার ডানায় শরণার্ত প্রার্থনায়
এই সব অনাদরের ধুলোতে ঢেকে যায় আমার মুখ
চোখের জলরেখায় ভেসে যায় অধীর বালকের ব্যাকুলতা

আর আমার বোঝানোর ক্ষমতা নেই, আর আমার
ডানায় শক্তি নেই উড়ে উড়ে বেড়ানোর আর আমার
কিছু নেই কিছু নেই যা দিয়ে পূর্ণ করতে পারি
তোমার ইচ্ছে।

## কখনো সুনামী

বারো বছর! মানে এক যুগ! এক যুগ হয়ে গেল কখন!
কত ধীরে ধীরে কত সাবধানে পেরিয়ে এসেও
স্নান হল না আহার হল না
মুখেচোখে খড় হাতে পায়ে ধুলো
কোথাও কোনো গ্রাম নেই
ঘরবাড়ি নেই।
বারো বছর কাছাকাছি আসতে চেয়ে পৌঁছে গেছি দূরে
অনেক আলোকবর্ষ দূরে—সমুদ্র
সমুদ্র মানে কী অনন্ত জলরাশি কী অফুরন্ত তরঙ্গ
কী সজল সৈকত
বারো বছর! মানে এক যুগ।
ভালবাসা এই রকমই স্নানহীন নামহীন জলোচ্ছাস
কখনো সুনামী কখনো আয়লা কখনো লায়লা

## বয়স

কবে যেন লিখেছিলাম কবে যেন লিখেছিলাম কবে যেন
এখন কেন কৈশোরের স্মৃতি এত আচ্ছন্ন ক'রে রাখে
এখন কেন যৌবনের রেখা এত স্পষ্ট হয়ে তুলে ধরে
ওই মুখ ওই চোখ ওই ঠোঁটের তিল—কবে যেন কবে যেন
ভালবাসি বলতে দুলে উঠেছিল ভুবন আব্রহ্মস্তম্ব
ভালবাসি বলতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল নদীর তরঙ্গ
কবে যেন কবে যেন কবে যেন দিশেহারা দিগন্তে চাঁদ উঠেছিল
আপাদমস্তক রাত্রিকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠেছিল পাখি
সমস্ত শব্দ ছাড়িয়ে সমস্ত গন্ধ ছাড়িয়ে স্পর্শ ছাড়িয়ে ওই মুখ
মুখের রূপ—যেন হৃদয়ের সারাৎসার প্রপন্নার্তির শান্তি
ছড়িয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্নায় কবিতার খাতায় স্তব্ধ আকাশে
জড়িয়ে ধরেছিল সদ্য চন্দনের দুটি বাহুতে শিল্পের অতীত
কবে যেন কবে যেন কবে যেন কোথায়, তোমার মনে পড়ে না?

## ঘাসের জঙ্গলে

সেই পথ মনে আছে? সেই সিসু? কৃষ্ণ রাধাচূড়া?
সেই দেবদারুগুলি? গন্ধরাজ বুড়ো? জানালায়
শুশুনিয়া জানালায় উঁচু নিচু ঢেউ রক্তলাল প্রান্তর
জানালায় হু হু যাওয়া, মনে আছে? সেই ছোট বাড়ি?
সেই বৃষ্টি সেই মেঘ সেই সিঁড়ি আর সিঁড়ি আর সিঁড়ি
টানা বারান্দা এ প্রান্ত ও প্রান্ত, শুধু চিলেকোঠা নেই
শুধু নদী নেই দুপুরের রোদ্দুরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো নেই
হলুদ নিমপাতার ঝরে যাওয়া নেই রেলব্রিজ কালভার্ট
অথচ ছিল, তুমি ছিলে না তখন তুমি ছিলে না
তোমার অনেক দেরি হয়ে গেছে, তা হোক, মনে পড়ে?
তোমাকেও ভালবাসতে বাসতে ধূসর ঘাসের জঙ্গলে আমার
হারিয়ে যাওয়া?

## সায়াহ্ন

তোমাকে বোধগম্য করি সাধ্য কি!
তাই এই সব চটুল কথাবার্তা
প্রবাহতরল শব্দ
কৌতুকমুখর নাগরিকতা।
তোমাকে অনুভববেদ্য করারও সাধ্য নেই।
তাই এই সব বানানো
এই সব মাধুকরী
এই সব খোলশ মুখোশ
পোশাক আশাক।
অনেক দিন কেটে গেল। অনেক বয়স।
সব কোলাহল স্তিমিত। সব নদী ঘুমিয়ে।
ফুটে উঠছে বুকের নিভৃতে সুগন্ধি ফুল।
বেজে উঠছে কোথায় কালের মন্দিরা।
প্রার্থনা। শরণাগতি। শান্তি। স্তব্ধ। সুন্দর।

## এক বিন্দু হাহাকার

যদি বলো, এই অপেক্ষাকাতর দাঁড়িয়ে থাকা
লিখে ফেলতে পারি।
যদি বলো, এই বিরহমিলনের কৌতুক
এঁকে রাখতে পারি।
রেখে দিতে পারি এই পাষাণ হৃদয়ের কারুকার্য
গান্ধার রীতিতে বা খাজুরাহোর মতো।
এক পায়ে দাঁড়িয়ে মাথাকাটা তপস্যার গল্প
ভ্রমর কৌটোয় রাক্ষসীবধের অমোঘ কাহিনী
তেপান্তরের মাঠ ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর অরণ্য
মুখর ক'রে রাখতে পারি।
যদি বলো, দু'হাতে ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ি মোছার মত
সাফ করে দিতে পারি সব।
কোথাও কোনো চিহ্ন থাকবে না দাগ থাকবে না
তোমাকে ভাললাগার এক বিন্দু হাহাকার ছাড়া।

## ঝড়বৃষ্টি

আয়লা এদিকে না এলেও
পাঁচদিন ঝড়ে বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত আমাদের
সংসার
এখন সব শান্ত
শুধু ভাঙা ডাল ছেঁড়া পাতা
উস্কোখুস্কো ঝাউ নুয়ে পড়া শিউলি
সর্বাঙ্গসিক্ত
সংসার
মাকে দেখে
চ'লে গেছে সৌম্যরা দীননাথরা
বুলুরাও চ'লে যাবে
আবার আমরা পাঠ করব কথামৃত চরিতামৃত মহাভারত
আবার আমরা সব নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারে
ফিরে যাব
আবার আমরা
তাকিয়ে থাকব
নক্ষত্রখচিত অন্ধকার
আকাশলিপির দিকে

## কাঙাল

আসলে কাঙাল লোকটা অনেকটাই বোকা
তাই বুঝতে পারে না
কোনটা ভালবাসা কোনটা তামাশা
বুঝতে পারে না
সব চাওয়া পাওয়া মেলে না
সব কিছুই অদৃষ্টলব্ধ
কত যে গ্রীষ্মের লু শীতের চাবুক বর্ষার ধারাপাত
তার পিঠের ওপর দিয়ে বয়ে গেল!
বেচারা।

পেটুক অথচ হজম হয় না এমন লোভীর তো শাস্তি হবেই
তবু লোকটা
পথে পথেই ন্যুব্জদেহে হেঁটে বেড়ায়
ক্ষীণতর দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে থাকে
কাকে খোঁজে কাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়
আমরা জানি না
হয়ত সে নিজেও জানে না—
শুধু রোদনমৌন মেঘ
শুধু গন্ধব্যাকুল হাওয়া
শুধু স্পর্শকাতর বৃষ্টি
নেমে আসে ভালবাসতে
তাকে ভালবাসতে।

## ভালবাসা

ভালবাসা ঈশ্বর। ভালবাসা ধর্মাধিক। ভালবাসা অপ্রমেয়।
আমি কাউকে ভালবাসতে পারলাম না।
না জীবনকে না মৃত্যুকে।
শুধু নিজের সুখ নিজের শান্তি নিজের সমৃদ্ধির জন্যে
হাহাকার করলাম।
তাই তুমি এত দূরে স'রে রইলে। তাই তুমি এলে না।
তাই তুমি দেখেও দেখলে না আমার ব্যথিত হৃদয়।
কাতর যন্ত্রণা। এত প্রপন্নার্তি।
আজও তো প্রার্থনা করি
আজও তো প্রার্থনা করি
আজও তো বলি
আমাকে প্রেমের কবি করো
ভালবাসার কবি করো।

## স্বর্গাদপি

বহুদিন পর।
কাল ছোলাডাঙা গিয়েছিলাম।
ছোলাডাঙা একটি গ্রামের নাম।
পোস্টাফিস মানকানালি।
জেলা বাঁকুড়া।
থানা বাঁকুড়া।
এসব পুরনো চিঠিপত্রে দলিল দস্তাবেজে
সেটলমেন্ট রেকর্ডে নথিভুক্ত।
সব ইতিহাস।
ছিল।
আজ নেই।
আজ বাস্তুভিটের কাঁটাগাছ বুনো ঝোপ জঙ্গল
আজ ফণিমনসা উইঢিপি সাপের খোলস
আজ প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের জরাগ্রস্থ শাখাপ্রশাখা
মজা দীঘি মরা নদী জরাজীর্ণ পথরেখা
মানুষহীন গৃহহীন সুখদুঃখহীন এক স্তব্ধ
হাহাকার
আমার জন্মভূমি
আমার প্রাণ
আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী
আমার শৈশব
আমার কৈশোর
আমার প্রাকযৌবন
আমার অফুরন্ত ছিন্নভিন্ন স্মৃতি
আমার কুণ্ঠিত প্রণাম
আমার বিদীর্ণ প্রপন্নার্তি

## ভীতু

সে এসে দাঁড়ায়।
নতমুখ নিচু চোখ।
সারা গায়ে সুগন্ধ।
বন্ধুর মতো স্নিগ্ধ।
সে এসে দাঁড়ায়।
কথা বলে না। চুপ।
মাঝে মাঝে
চোখ তুলে তাকালে
নীচে নেমে আসে
রাতের আকাশ
ছায়াপথ স্বচ্ছ।
সে এসে নিঃশব্দে
ডাকে। চলে যায়।
আমি ভীতু
তার চ'লে যাওয়ার
পথে তাকিয়ে
থাকি তাকিয়ে
থাকি আর তাকিয়ে
থাকি।
আমাকে কে
গৃহবন্দী করে রেখেছে?

## হাওয়া

এত সহজ ক'রে বললে ওরা হেসে উঠবে।
এত শাদামাঠা কথাবার্তা চলে না।
ফন্দিফিকির চাই। অন্ধিসন্ধিভেদী
রহস্য চাই।
দুর্বোধ্য সুদূরতা থাকবে।
কিছুটা বিষ।
এই রকমই এখন। হাওয়া।
তুমি ধর্মযাজক নও। পরিত্রাতা নও। তোমার কোনো
চাপরাশ নেই।
পাথরের দেওয়াল চতুর্দিকে পাথরের দেওয়াল
চতুর্দিকে পাথরের ...
চুপ করো। নীরব হও। নির্বাক হও। ধ্যানমৌন।

## সন্ধের কবিতা

আমি মূর্খের মত উচ্ছ্বাসে অতদূর চ'লে গিয়েছিলাম।
এখন প্রায় সন্ধে। ঘরে ফিরতে হবে।
ফিরে আসছে পাখিরা। নদীরা। সমস্ত পথরেখা।
ফিরে আসছে কীট পতঙ্গ মানুষ।
যারা বাইরে দূরে ছিল—সবাই।
এখন প্রায় সন্ধে।
জলের ছলাৎছল শব্দ। হাওয়ার শনশন শব্দ। মর্মর।
কোথায় ঘর। কোথায় বাড়ি। গ্রাম না শহর।
পথচিহ্নহীন। স্নেহচিহ্নহীন। মায়াচিহ্নহীন।
এখন প্রায় সন্ধে।
ক্লান্ত। বড় ক্লান্ত। বড় বেশি ক্লান্ত।
কারো কাছে ক্ষমা চাইব?
কার কাছে রবীন্দ্রনাথ?

## সন্ন্যাসের দিকে

সন্ন্যাসের দিকে যেতে যেতে এই সব দেখা।
ক্ষণজীবন থেকে চিরজীবন
এত ক্ষয় এত ক্ষতি এত আত্মহনন
এত আত্মঘোষণা।
ভ্রান্তিরূপে যা এসেছে
ক্লান্তিরূপে তাকে গ্রহণ করেছো।
এই সব মূর্ত অমূর্ত আগমনগুলির
সিদ্ধি অসিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে
নিজেকে সঙ্কল্পরহিত প্রয়াসে
উপস্থিত করেছো।
সন্ন্যাসের দিকে যেতে যেতে
এই নিঃসঙ্গ নিবিড় অবধারিত
শূন্যতা!

## হিম পতন

না। কোনো শব্দ নেই। বর্ণ নেই। মাত্রাহীন।
স্বাহা নেই। স্বধা নেই। বিদ্যুল্লিখিত মন্ত্র নেই।
নির্মাণ নেই। প্রথাসিদ্ধ বাকচাতুরি নেই।
এক নির্ভার নিরাবয়ব নিরালম্ব শূন্যতা।
অথচ সব আছে। জাগতিক শূন্যতা নয়।
সংস্কারমুক্ত সঙ্কল্পবিকল্পহীন মনোহীন
এক সত্তা।
কতক্ষণ! কালপ্রবাহহীন পার্থিব সুদূর
সেই লোকান্তর (?) থেকে কেন ফিরে আসা?
কেন ফিরে আসতে হয়? কেন এই
হিম পতন!
জানি না জানি না ব'লে উড়ে যায় রাত্রিচর পাখি।

## দেখা

তোমাকে দেখতে
যেতে হয়েছে
পাহাড় চূড়ায়
তোমাকে দেখতে
যেতে হয়েছে
সমুদ্রে
মরুবালুরাশিতে
অরণ্যে
মেঘলোকে
তোমাকে দেখতে
কত কসরৎ
কারসাজি
চোখে ধুলো
কয়েকটি
মুহূর্ত
টলোমলো
ক'টি স্মৃতি
তুমি
আসছ
শুনে
কাল
খুব কষ্ট
দেখা যেত না
অত
সুদূরলোকে
যাওয়া হত না
কী কষ্ট
আজ
শুনলাম
আসা হচ্ছে না তোমার
তাও কেন কষ্ট?

## নীল প্রান্তরে

ভাষার চৌকাঠে এসে আর্তনাদ ক'রে ওঠে মানুষটা।
সে কী বলতে চায়? এত কাল সে কী বলতে চেয়েছিল?
আমি তার অন্তরঙ্গ। তবু জানতে পারলাম না।
তার চোখেমুখে যে বিদ্যুল্লিখন যে শিরা উপশিরাময়
অভিব্যক্ত দেখেছি—তার ভয়াবহতায় আমরা হতবাক।
তার দশটা বারোটা কবিতার বইয়ে কিছু নেই কিছু নেই
অস্ফুটবাক সেইসব শব্দরাশি চৈত্রের ঝরাপাতার মত
উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে
আমাদের মুখে মাথায় চুলে সারা গায়ে
স্পর্শ দিতে দিতে দিনের রাতের ওপারের
এক নীল প্রান্তরের অনির্দেশ নির্লিপ্ততায়।

## বহুদূর থেকে

তোমার ফোন।
সারাদিন সারা সপ্তাহ অপেক্ষার পর।
যখন খুঁজে পাচ্ছি না উপযুক্ত শব্দ
যখন হারিয়ে ফেলেছি স্বপ্নে পাওয়া উপমা
যখন নির্বাক নৈঃশব্দ্যে নির্লিপ্তির দিকে—
তোমার ফোন।
আমি ধরি না।
কথা বলতে পারব না।
শুধু 'ভালো আছো?' টুকু ছাড়া আর কিছুই
উচ্চারণযোগ্য নয়—শব্দহীন ব'লেই।
আমি তাকিয়ে থাকব
বহুদূর দেশ দেশান্তর পেরিয়ে তোমার
ক্লান্ত চোখে—তোমার শ্রান্ত মুখে
তোমার নন্দিত সত্তায়।

## কথাগুলি

কী কথা হল? কী কথা হল? বলতে বলতে
লুব্ধচোখ হাস্নুহানা দুলতে লাগল।
কী কথা? কী কথা তাহার সাথে? বলতে বলতে
কৌতুক কৌতূহলে চঞ্চল হল সন্ধেতারা।
চঞ্চল নর্তকীর মত সহসা স্থির হয়ে চ'লে গেল নদী।
ডানা মুড়ে ব'সে থাকা পাখটি
উড়ে গেল বাসায়।
অর্থহীন এলোমেলো কথাগুলি কখন মিলিয়ে গিয়েছে
শুধু তার সুগন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে
জড়িয়ে রয়েছে সত্তায়।
শুধু তার সুগন্ধ কাঁপতে থাকে তারায় চঞ্চল নদীর স্রোতে
ঘরে ফেরা পাখির ডানায়।
কার এত সুগন্ধ থাকে? দিব্যগন্ধ পুণ্যগন্ধ থাকে!

## ছ'দিন পর

ছ'দিন সময় পাইনি তোমার কাছে বসবার
ছ'দিন গল্পে ছিলাম
ছ'দিন তোমার মুখে তাকাতে পারিনি
ছ'দিন তোমার চোখে চোখ রেখে
হারিয়ে যেতে পারিনি।

এখন অনেক রাত
সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে
আমার ঘুম আসেনি
দেখছি তোমার ঘরে মৃদু আলো
আমি একটু চুপ ক'রে বসবো?

তোমার ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটবে না তো!

## স্নান পান

আমিও তো ওই শিখরে নিয়ে যেতে পারি।
কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।
আমি সানুদেশে অপেক্ষা করব।
তোমার জন্যে রচনা করব ঝর্ণা
তুমি নেমে স্নান করবে।
তোমার জন্যে রচনা করব সরবৎ
তুমি নেমে এসে পান করবে।
পরিপূর্ণ মুগ্ধ চেখে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে।
সেই আমার সব।

## আলস্যপুরাণ

এইভাবেই দেরি হয়ে যাচ্ছে
লিখে রাখতে পারছি না
ছড়িয়ে দিতে পারছি না
বলে যেতেও সময় নেই
কী করো কী করো
ব'লে টুপটাপ পাতা ঝ'রে পড়ে
কোথায় যাও কোথায়
বলতে বলতে পানকৌড়ি ডুবে যায়
ভ্রুকুটি করে ব্যক্তিগত মেঘমালা
এই ভাবেই
আমার আলস্যপুরাণ নিয়ে
সারাদিন
অনেক রাত অবধি
ব'সে থাকে আমার ছায়া।

## থিরুভনময়ুর

বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে। তবু বর্ষা নেই।
জরো জরো হয়নি মৃত্তিকা।
শুকনো কুয়ো ভরেনি
টইটম্বুর হয়নি দীঘি
বিরহাতুর যক্ষ বার্তা পাঠাচ্ছে রামগিরি থেকে
তার প্রিয়ার সেলফোন সুইচ অফ
মিসড কল দেখে না।
বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে।
তবু বর্ষা এলো না
যক্ষ মনস্তাপের জ্বালা বাঁকুড়ায়
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা
বলতে বলতে উড়ে যায় পাখিটি
থিরুভনময়ূরে।

## দাম্পত্য

ইংরেজীতে হুম বানান কী? এনিয়ে ঝগড়া!
মশারীর দড়ি কোনদিকে? এনিয়ে ঝগড়া!
বই ছুঁড়ে ফেলা। চিৎকার।
তারপর মার্জনা কান্না।
ঝগড়া হলে—অনেকদিন পর ঝগড়া হলে
সুখকর মিলন হয়
বলতেই তুমি মুখ লাল এমন চিমটি কাটলে যে
আমার বয়স সাতাশ হয়ে গেল।

## সংলগ্ন সন্ত্রাস

মেদবহুল না হয়ে মেধাবহুল হও
বলতেই ধূসর সংরক্ষণাগারে
ঢুকে গেল।

তখনই হৃদয়সর্বস্ব ওরা
মেঘে ভর ক'রে
দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।
আরও অসহনীয় বোধে
চোখ বুজতেই
সদয় নদীটি সান্ধ্যস্নানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দেখে
গন্ধেশ্বরীর কিনারে
বৃদ্ধশিমুলের ডালপালার আড়ালে
সঙ্গমকাতর হল পেঁচা।

## আর একটি কবিতা

তোমাকে নিয়ে এত লিখলাম
অথচ তুমি পড়লে না!
পড়ে রইল সব। ধূসর হল।
অথচ ওই ছোট্ট পাখিটি
ছোট্ট পিঁপড়ে
জলের ফোঁটা
কী কৃতার্থই না হত
ওদের কথা লিখলে
মুখে মাথায় হাত রাখত পথের ধুলো।
তবু তোমার ঔদাসীন্য নিয়ে
আর একটি কবিতা
লেখা হয়ে গেল।

## ওরা

কেউ কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।
পরস্পর চোখে চোখ রেখে
হতবাক হল।
তাহলে কি আমি ওদের বোঝাতে পারিনি!
আমি তো খুব সহজ ক'রে ব'লেছিলাম।

না হলে অপরাত্রি এসে বিষ দিয়ে গেল কী ক'রে?
প্রেতায়িত ছায়ারা এসে ডেকে নিয়ে গেল কী ক'রে?
অতলস্পর্শী খাদের তলা থেকে
ঝাঁপ দিয়ে পড়া অনশ্বর ডাক
বেজে উঠল কী ক'রে?
শুধু বুঝতে পারল না ওরা!
আসলে ওরা কোনোদিন
কবিতা পড়েনি!

## মাঝরাতের মুখ

কাল মাঝরাতে কে যেন কলিংবেলে হাত রেখেছিল।
কাল মাঝরাতে কে যেন সেতার বাজাচ্ছিল ঝম ঝম ক'রে।
কাল মাঝরাতে কার শরৎপূর্ণিমার মত হাসি
মাটিতে আকাশে ভেসে যাচ্ছিল।
আমি দরজা খুলে বেরিয়েও তাকে দেখতে পাইনি।
আমি জানলা খুলে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পাইনি।
আমি বুকের ভিতর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও
দেখতে পাইনি তার মুখ।
কাল মাঝরাতে কাল মাঝরাতে এই মফস্বল শহরের
ঘুমন্ত সব বাড়িঘর পথঘাট গাছগাছালি জেগে গিয়েছিল
শুধু মানুষ ছাড়া
শুধু মানুষ ছাড়া সবাই শুনেছিল ওই সেতারের বাজনা
ওই হাসির নূপুর
আর আমার মত কেউ দেখতে পায়নি তার মুখ!

## কথা বলো

যেদিন কথা হয় সেদিন রাতের তারারা কী উজ্জ্বল
যেদিন কথা হয় সেদিন চাঁদের কী অপরূপ রূপ
যেদিন কথা হয় সেদিন সারারাত দেবসম্মেলন
পুণ্যগন্ধ অনাহত ধ্বনি অপাপস্পর্শ আনন্দ
যেদিন কথা হয় বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে থাকি তোমার পদতলে

## লজ্জা

অন্তর্গত দেবতা নিজেই নিজের অন্ন খুঁজে নিতে
পথে বেরোলেন
ঘুমন্ত শহর জনপ্রাণীহীন পথঘাট
দেবদারুর জ্যোৎস্নায় তার অধরোষ্ঠ থেকে
পান করলেন সুধা
স্তন থেকে নিংড়ে নিলেন অমৃত
উরু থেকে পরমান্ন
অন্তর্নিহিত আদিম দেবতা স্নান পান ভোজনপর্ব শেষে
যখন ফিরে চলেছেন একা
তখন তাঁর মুখে কাজল আর কুঙ্কুমের
অলক্তক আর লোধ্ররেণুর
প্রসাধন দেখে
স্বাতী অরুন্ধতীরা
লজ্জায় লাল হয়ে উঠল

## কৃষক

তিনি বালি তুলছেন মাটি খুড়ছেন
আগাছা তুলছেন চারা পুঁতছেন
জল দিচ্ছেন
ছায়া রোদ্দুর
শীত গ্রীষ্ম
যখন যেমনটি
যাকে যেমনটি
খালি পায়ে খালি গায়ে ধুলোতে বালিতে
পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে দেখছেন
কোথায় পাতা
কোথায় কুঁড়ি
কোথায় সুগন্ধ
কোথায় ফলের গাছ
তাঁর চোখে সৃষ্টির স্বপ্ন
ভ্রূ বৌ সন্ধ্যয়ো তেজঃ

## কৃষ্ণপক্ষ

হয়তো মনে পড়ছে অথবা সব ভুলে গেছ
বাস যাচ্ছে হুহু ক'রে উপচে পড়ছে ভিড়
ফোনের উপর ফোন, চেনা মিসডকল নেই
বাংলা ভাষা কেউ বোঝে না অনর্গল বকে যাচ্ছ
এমনি সময় একটা কল আসত ঠিক এমনি সময়
হয়তো মনে পড়ছে হয়তো মনে পড়ছে না

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশে মেঘ
একটাও তারা নেই

## পঁচিশে বৈশাখ ১৩৭৬

একচল্লিশ বছর আগের এক পঁচিশে বৈশাখ
কী নিরাভরণ কী নিবিড়
সানাই বাজেনি উলুধ্বনি ওঠেনি গোড়ের মালা ছিল না
চন্দনের সজ্জা—মনে পড়ে না—
ছোলাডাঙা থেকে নতুনচটি
নতুনচটি থেকে ছোলাডাঙা
গোরুর গাড়িতে গ্রামের বরযাত্রী
তবু কী অপরূপ সেই সন্ধ্যা সেই রাত্রি সেই ভোর
তবু কী ঐশ্বর্যবান সেই দিন

আজ তোমার একষট্টি আমার চৌষট্টি
একচল্লিশ বছর আগের পঁচিশে বৈশাখ কাল
কেউ রবীন্দ্রজয়ন্তী ভাবলে ভাবুক
আগামী কাল আমাদের বিবাহবার্ষিকী
তুমি গাইবে ঃ দোলাও দোলাও দোলাও আমার হৃদয়
আমি গাইব ঃ মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম ...
করতালি দেবে বুড়ো ঝাউ প্রৌঢ় শিউলি
শিস দিয়ে ফেলবে ফিচেল ফিঙে
ফোন আসবে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া থেকে
আমরা
হাতে হাত রেখে তাকিয়ে থাকব
অন্ধকারের দিকে

## মূর্তি

দূর থেকে দুঃখী মনে হয়
মুখে মাথায় সারা গায়ে
লতাগুল্ম ঘাস
চোখের মণিতে ধুলোর আস্তরণ
হাতের আঙুল ভেঙে গেছে
পায়ের পাতা
কাক ব'সে আছে কাঁধে

কাছে গেলে মুখে স্ফিংকসের হাসি
চোখে করুণার আলো
হাতের বরাভয় মুদ্রায়
জন্মমৃত্যু স্থির হয়ে আছে

## দেখতে দেখতে

দেখতে দেখতে কেমন বদলে গেল সব
যাকে শাদা দেখতাম সেটা হয়ে গেল কালো
যাকে খুব দীর্ঘ মনে হত সে যেন বামন
যাকে পাখি মনে হত তা একটা ডিনামাইট
দেবতা হয়ে গেল দানব
কোনো দানব কিন্তু
দেবতা হল না
কালো শাদা হল না
বামন দীর্ঘ হল না
ডিনামাইট পাখি হল না
শুধু পদ্যগুলি পদ্যই রয়ে গেল
ছন্দোহীন গদ্য হল না এখনো!

## পরিবর্তনের পথে

এখন আর রাস্তা পেরোনো যায় না সহজে
চিনতে পারা যায় না চাঁদা আদায়কারী ছেলেদের
বুঝতে পারা যায় না যুবকটি
প্রায় বৃদ্ধ আমাকে
অপমান করল
না শ্রদ্ধা
নিসর্গের ভাষাও বদলে গেছে
সেরকম জ্যোৎস্না নেই আর
নদী নেই তেমন
কোনো গ্রাম হারিয়ে যায় জানতাম না কখনো
সহজ সরল নিষ্পাপ সেই ভালবাসার চোখ নেই কোথাও
কোথাও সেই কালভার্ট নেই
গোবিন্দনগর লোকপুরের পথ নেই
কেঁদুড়ির মাঠের নির্জনতা নেই
চাঁদমারিডাঙার আলতালাল রাস্তা নেই
ধূসর স্মৃতি ঝাপসা অতীত জরো জরো সন্ন্যাসের দিকে
যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়
নতুনচটিতে বাড়ি নাকি?
জিজ্ঞেস ক'রে বসে পাড়ার পেঁচা।

## আশ্চর্য পৃথিবী

স্বপ্নে দেখি কাঁটা ঝোপ সাফ করছি দু'হাতে
তুলে ফেলছি শ্যাওলা দাম
ভাঙাচোরা একটা ঘর বানাচ্ছি
বুড়ো অশ্বত্থের শেকড় থেকে খুলে ফেলছি
সাপের খোলস পরগাছার জঙ্গল
তকতকে ক'রে তুলছি একটা উঠোন
সজল ক'রে তুলছি একটা নদী
শাদা রঙ দিয়ে সুন্দর করছি আলপথ

কলসী কাঁখে মা
গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে উদাস বাবার মুখ
চাটাইয়ে ব'সে মাটির দাওয়ায়
ধারাপাত পড়ছে এক শিশু
কালো ঝাপসা রাতের গাছটায়
সহস্র জোনাকির ঝাঁক তাদের মাথা খুঁড়ে মরা
স্বপ্নে এক আশ্চর্য পৃথিবী
তৈরী করছি অক্লান্ত
কেউ যেন ঘুম না ভাঙায় হাওয়া
কেউ যেন ঘুম না ভাঙায় পাখি
কেউ যেন তুলে না দেয় আমাকে
একটু দেখিস কাঁটালতা

## লিখতে পারলাম না

লিখতে পারলম না খিদে অনাহার নিরাশ্রয়ের কথা
অপমৃত্যু অন্ধকার অপঘাতের কথা
অন্যায়ের কথা
লিখতে পারলাম না তোমার সাম্রাজ্যে এত
অধঃপতনের ইতিহাস
এত লোভ হিংসা স্বার্থপরতা জিঘাংসায়
কলুষিত
যে লিখতে পারলাম না কিছু
তুমি সব দেখো সব দেখতে পাও!
আর নির্বাক মৌনতায় ফুলে সুগন্ধ দাও
বাতাসে মলয়ের ঘ্রাণ
নদীতে পানাহারের জল
জলে জলের ধর্ম সমুদ্রগামীতা
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানাম অভয়ায় চ
কবে দেখা হবে তোমার সঙ্গে!
আর কবে!

## জ্যোৎস্নায়

এখনো প্রেমের কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে?
জিজ্ঞেস ক'রে বসে বৃদ্ধ পেঁচা
আমি হাসি। জ্যোৎস্নায় ভেজা পথ। ঝ'রে
পড়া ফুলে পা রাখা কঠিন। হাওয়ায়
সুগন্ধপাগল তারারা। পাতায় ডানার খস খস।
আমি হাসি। হাসতে হাসতে হেঁটে যাই।
কোথায় যাই? জানি না।
এখনো ভালবাসতে চাও তাকে?
চোখ গোল ক'রে শুধোয়
মান্ধাতার পেঁচা।
আমি হেসে ফেলি। আর হেঁটে যাই। আর
হেঁটে যাই।
ভালবাসার দিকে।
প্রেমের কবিতার প্ররোচনার দিকে।
তার উৎকণ্ঠিত দু'চোখের দিকে।
জ্যোৎস্নায় স্নান আহ্নিক তর্পণ করেন দেবতারা।

## ছবিগুলি

ছবিগুলি ম্লান হয়ে এসেছে। ধূসর।
তবু অ্যালবাম খুলে খুলে দেখতে ভাল লাগে।
এক একটি ছবিতে এক এক রকম অনুভূতি।
এক এক রকম অনুষঙ্গ। এক একরকম স্মৃতি।
কালের রাখাল, ছবিগুলি কেন ম্লান হয়ে আসে?
ছবিগুলি কেন উজ্জ্বলতা হারায়? কেন
ওদের বিষণ্ণতা হৃদয় ছেয়ে আকাশ পর্যন্ত
ব্যাপ্ত হয়? রাখাল, তুমি তো জানো
কেন তোমার গোধূলির ধুলোয় ধূসর হয়ে ওঠে
পৃথিবী চরাচর।
ছবিগুলি মুহূর্তগুলিকে
ধ'রে অতীতে নিয়ে যায়
বিস্মৃত স্মৃতিতে নিয়ে যায়
স্পন্দিত হয় হৃদয় শিরা।

## বৃষ্টির মেঘে

সে কিছুই বলে না।
ভালো ক'রে তাকিয়েও দেখে না।
জানতে চায় না
কেমন আছি।
ফোন ধরে না। ধরলেও পৃথিবীর সহস্র কাজ
ঠিক তখনই তার হাতে।
আজে বাজে অসংলগ্ন কথা।
কষ্ট হয়।
তার বোঝার কোনো দায় নেই।
ব্যথা পাই।
তার অনুভবের কোনো সাড় নেই।
কত সময় যে আমার কেড়ে নিয়েছে সে।
কত যে পাগলামী তার জন্যে।
বৃষ্টির মেঘে হাসি।
বৃষ্টির মেঘে জিজ্ঞাসা ঃ
সে কিছুই বলে না?

## অবলুপ্ত অপলুপ্ত

রাতের বৃষ্টিতে ভেসে যায় ছোট্ট শহর
রাতের শীতে কুঁকড়ে থাকে ছোট্ট গ্রাম
রাতের দাবদাহে পুড়ে যেতে থাকে সমস্ত ধান খেত
রাতের বসন্তে উন্মাদ দুটি দেবদেহ
ভেসে যেতে থাকে
বধূসরা নদীটির স্রোতে
আমি নির্নিমেষে দেখি
দেখি আর ভাবি
এই শীত গ্রীষ্ম
বর্ষা বসন্ত
এই শহর গ্রাম
এই ধূসর দেশ

কোথায় চলেছে কোনখানে
কোথায় আমার বাড়ি
আমার ঘর
আমার জন্মভূমি
অবলুপ্ত অপলুপ্ত সব

## কথাগুলি

আজ বিকেলে ঘুমিয়ে আছে বাড়ি
দরজা জানলা হা হা
ঘুমিয়ে আছে জনমানবহীন পথ
পথতরু ছায়া
ডানা মুড়ে নিথর পাখিটি বাগানের
কারিগাছ শিউলি
নারকেল পাতায় হলদে রোদ
কী নীল আকাশ
ঘুমিয়ে আছে ফোন কবিতার খাতা
ফ্রেয়ার কলম
আজ বিকেলে ঘুমিয়ে আছে সুদূর
সমুদ্রতীরের কথাগুলি
আহা কী ক্লান্ত কথাগুলি
কী ক্লান্ত শিশুদের মত কথাগুলি
ঘুমিয়ে আছে আজ

## চিঠি

আজকাল চিঠি লেখার রেওয়াজ নেই।
অথচ আমার চিঠি পেতে চিঠি লিখতে
কী যে ভালো লাগে।
একদিন কী রাশি রাশি চিঠি লিখেছি তোমাকে!
তুমিও আমাকে!
বন্ধুদের আত্মীয়দের কতো চিঠি।

আজকাল চিঠির বাক্সে কোনো রোমাঞ্চ নেই।
এল আই সি  আই সি সি আই  ইউ টি আই  এইসব।
আর টিকটিকি।
অথচ চিঠির প্রতিটি অক্ষর
কত জীবন্ত। ফোনের কণ্ঠস্বরের চাইতেও।
মাঝে মাঝে মনে হয়  তোমাকে বলি
একটা চিঠি দেবে?
তুমি হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই হেসে উঠবে
তবু বলি লেখোনা একটি চিঠি
একদিন আবার চিঠির বাক্স
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠুক।

## কৌতুক

সারাদিন ভেবে ভেবে তৈরী ক'রে রাখা
কথাগুলি বলতে দাও না আমাকে
সারা দুপুর বানিয়ে বানিয়ে রাখা কথাগুলি
তোমার চতুর কৌতুকে আর বলা হয় না
সিরিয়াস হয়ে ওঠার মুহূর্তেই তোমার
অন্য কল এসে হাজির হয়
ব্যাটারি লো হয়ে যায়
বাস স্টপ এসে পড়ে
জরুরি কাজ মনে পড়ে
পৃথিবীর যত ক্লান্তি শরীরে মনে এসে ভর করে
তোমার ঘুম পেয়ে যায়
বেশ সাজিয়ে বলব ব'লে সারাদিন আমার
উত্তেজিত হয়ে থাকা
প্রখর কৌতুকে চুপসে দাও
কী বলব তুমি যেন জানো
তুমি ঠিক জানো কী বলব আমি
তাই এখানে বর্ষা এসেছে কিনা
গরম কমেছে কিনা
বোনঝি রেজাল্ট খারাপ হওয়ায়
কী যে পাগলামী করছে
কাজের মেয়েটা যা করছে না—

এই সব এই সব এই সবে ভ'রে যায়
আমার গা হাত পা মাথা
তোমার কৌতুকময় হাসি মুখের দিকে নির্বাক
আমি তাকিয়ে থাকি

## সঙ

সাজিয়ে রেখেছি বইগুলি। সেজে ব'সে আছি
নিজেও। পর্দা টর্দা দিয়ে চাদর টাদর পেতে
গোছগাছ ক'রে নিয়েছি ভাঙাচোরা ঘরও।
পার্থ, পার্থ কুণ্ডু এসে ছবি তুলবে কিছু।
সৌম্য ওয়েবসাইট খুলবে আমার।
নিজেকে সঙ মনে হচ্ছে।
বিশ্বাস করো।
সাজিয়ে ব'সে থাকা শুনেছি
বাসকসজ্জাতেই হয়। আবার তৈরী হয়ে ব'সে
থাকা ওপারে যাবার সময় হয়।
পারাপারের বাইরে তীরে এভাবে সঙ না সাজলে
হত না!

## নতুন ক'রে

লেখক-অভিধান হাতে এল
হাজার হাজার লেখক
হাজার হাজার ছবি ও জীবনী
ঠিকানা
পরিচিত অপরিচিত
কতসব ফোন নম্বর
বইটি রেখে দিলাম
কারো সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছে নেই
কোনো কালেই নেই
লেখাই সব তার মধ্যেই তাঁরা
নতুন করে আমার
মুখ ও মুখোশের প্রয়োজন নেই

## সারদাসূক্ত

দেবভোগ্য ব'লে ছুঁইনি
ভালো ক'রে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখিনি
ছায়া শুধু একটা ছায়ার মধ্যে
কী কাতর মুখ রেখেছি
চুঁইয়ে পড়া দ্রাক্ষারসে ওষ্ঠপুট চিবুক
গলা বুক ভেসে গেছে
তাকাতে পারিনি দেবভোগ্য ব'লে
ছুঁতে পারিনি
ছায়া
শুধু একটা ছায়া
মনুষ্যভোগ্য হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে
কলিতে মনের পাপ পাপ নয়
সারদাসূক্ত

## স্রোতে

আজ আর কিছুই প্রাসঙ্গিক নয়।
জটিল অথচ সহজিয়া স্রোতে ভেসে যায়
বাকিটুকু।
কার ওপর অভিমান কার ওপর রাগ
কার প্রতি দুঃখ কার প্রতি ঘৃণা?
প্রতীকী কিছু নেই।
উপমাবিহীন মুখ। উৎপ্রেক্ষাহীন যাপন।
চিত্রকল্প-টল্প ছাড়াই
সরাসরি দাঁড়াও
স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করো
ঋজু ও দৃঢ় পদক্ষেপে নেমে যাও জলে
জটিল ও সহজিয়া স্রোতের ভিতরে।

## মৃত্যুকে

তোমার গ্রাসের উপমা হয় না।
করাল বলা ভাল। সুন্দর বলা ঠিক না।
ভীতিপ্রদ বললে চলে কি?
যার মৃত্যু নেই?
ন জায়তে যে? ন ম্রিয়তে যে?
শুধু তুমি সৎ। তুমি আছো
উদাসীন। নির্লিপ্ত। অনপেক্ষ। অপ্রয়াস।
বিমূর্ত। অকারণ। অনিবার্য। অমোঘ।
এই সব।
নিঃসঙ্গ নির্বিকল্প তোমার
উপস্থিতি।
তুমি গ্রহণ করো। বর্জন করো।
মুক্ত করো। বিধৃত করো।
হে উদাসীন
আমি অচঞ্চল
সত্যে প্রতিষ্ঠিত
স্থির।

## ছবি

দেখ, আর কোথাও যাব না। আর কোথাও না।
শুধু তোমার কাছে ব'সে থাকব চুপচাপ।
নিঃশব্দে ব'য়ে যাবে কংসাবতী।
নীরবে শুয়ে থাকবে জলে নেমে যাওয়া পাথরের চাতাল।
সুগন্ধে ভরিয়ে দেবে তোমার ল্যাভেন্ডার বন।
সূর্যাস্তের আলো পড়বে চারদিকে।
তুমি তাকিয়ে থাকবে সুদূরে। আমি
নির্বোধ বালকের মত তাকিয়ে থাকব তোমার মুখে। দেখ
তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না আমি।
শেষ সময়টুকু ধরা থাকবে এই রকমই এক ফ্রেমে।

## চলি

তবে এবার আসি। ফিরতে দেরি হল।
পথঘাট খারাপ। কৃষ্ণপক্ষের রাত।
একা। চিরকাল ভীতু। চিরকাল
ফিরতে দেরি হয়েছে।
নিস্পৃহ আকাশ।
নিরাবেগ হাওয়া। নিরঞ্জন জল।
নিরুদ্ধপট প্রান্তর। নিস্তৃণ ও নিরুদ্ভিদ মাঠ।
নীলাঞ্জন স্মৃতি।
এবার আসি। আর দেখা
হবে না। কথা হবে না। লেখা হবে না।
আমার অন্তর্গূঢ় ধর্ম
ধীরে ধীরে বিস্মৃতির
পরতে পরতে ঢেকে দেবেন সব।
অবয়বহীন এক নিরালম্ব শূন্যতা আচ্ছন্ন করবে সব।
এই ব্যথা হাত ধ'রে নিয়ে যাবে আমাকে
তাঁর কাছে
তিনি কতদিন অপেক্ষা করছেন
কতদিন তাকিয়ে আছেন।
চলি।

## যাওয়া

কোথায় যায়! এত কাতরতা এত আর্ত হাহাকার!
এক অদৃশ্য জলস্রোত আর তার শব্দ
ঘুম হয় না
পাতা ঝরে হিম অন্ধকার পতনের শব্দ
কে যেন যায় চলে যায় কারা যেন যায়
চ'লে যায়
কোথায়! ডানা ঝটপট করে পাখি
রাতের আকাশ খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখে
মাটির পৃথিবীতে
ঝ'রে যাবার দৃশ্য
তার বুক থেকে তারা ঝরার দৃশ্য
কোথায় যায়! যেতে যেতে একবারও
পেছনে তাকায় না?

## অবেলায়

শুধু চিতা না, সবাই ডাকতে থাকে।
সেই মৃত নদী বিদেহী বাতাস পরলোকগত গ্রাম
প্রেতায়িত রাত্রি শ্মশানচেরা শাদা পথ ভুতুড়ে বাঁশবন
ফোকলা বড় পিসি কেশবিরল ছোট পিসি
খুঁড়িয়ে হাঁটা মেজকাকা লণ্ঠন দুলিয়ে সন্ধ্যার
অন্ধকারে মাঠে মাঠে পচাই পিয়ন লাঠি হাতে
মনু সর্দার, গড়গড়ায় ভুলে থাকা তাঁর বিনিদ্র রাত
জ্যোৎস্নার অশ্বত্থতলা জোনাকির ঝাঁক আগুনচোখ
শেয়ালেরা বরফ চোখ ওনারা শন শন হাওয়া
বৃদ্ধ অশ্বত্থের পাতায় মর্মর
ডাকতে থাকে আর
আমার পথ থমকে দাঁড়ায় চমকে তাকায়
অবচেতনের অতল থেকে দুটি স্নেহাতুর চোখ
দুটি জলসিক্ত চোখ
আমার এই অবেলার বেঁচে থাকা অসহায়
মৃণালহীন হয়ে ওঠে।

## তোমার কথা

আস্তে আস্তে ভুলে যাব।
রাখালের সঙ্গে চ'লে যাব গোঠে
যমুনাতটে কদম্বকাননে।
লুকোচুরি খেলব। গোপবালকেরা
হুটোপুটি ক'রে বেড়াবে কাননে কান্তারে।
আভীর পল্লীতে চুরি করব ননী।
আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাবে রাখাল।
দ্বারকা চ'লে যাবে। কুরুক্ষেত্রে।
কী ভয়ানক লড়াই।
তোমার কথা মনেই থাকবে না।

## হেঁটে যাও

কী খেয়ালে এসে পড়েছিলে!
আজ আর সাড়া শব্দ নেই।
ব্যস্ততা যেন একমাত্র তোমারই।
ক্লান্তি যেন একমাত্র তোমারই।
আসলে এড়িয়ে যাওয়া।
সব বুঝি।
তবু ছেলেমানুষী।
ভালবাসা খুব পুরনো জিনিস।
বড্ড পুরনো।
আমার হাসি পায়।
বুক ফেটে যাওয়া হাওয়া
সৈকতে লুটোপুটি খেতে খেতে তরঙ্গে মিশে যায়।
তুমি মুখ থেকে চুল সরিয়ে
হেঁটে যাও
কোনো দিকে তাকাও না।

## নিস্পৃহ

যদি সারাদিন বাড়ি না ফিরি
যদি সারারাত ধুলোয় শুয়ে থাকি
যদি খিদেয় তেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠি
তবু তুমি চুপ ক'রে কাজে ব্যস্ত থাকবে!
আসলে এই সব ছেলেমানুষী।
তাই তোমার নিস্পৃহ উদাসীনতায় ঝ'রে যায়
রাতের ফুল
সকালের পাপড়ি
আমার শিশিরের মত অভিমান।

## অনিবেদিত

এইগুলি দেওয়া হয়নি।
এই গুপ্ত শিলালিপি
পাথর নিংড়ানো জল
গুহা আর গুহায়িত বুভুক্ষার নৈঃশব্দ।
এইগুলি দেওয়া হয়নি।
এই বিপজ্জনক খাদ
খাদের কিনারে ঝুঁকে থাকা চাঁদ
অপবৃক্ষের শন শন শব্দ।
এইগুলি লুকিয়ে রাখা ছিল।
এই তৃষ্ণার্ত হৃদয়
পিপাসার্ত শিরা উপশিরা
লোভান্ধ রক্তস্রোত।
তুমি সব জানতে। দেখতে পেতে। কিছু বলোনি।
চ'লে যেতে যেতে ছড়িয়ে গিয়েছ
আমার অসুখ।

## অলকানন্দা

কিছুই মনের মত হয় না—বলতে বলতে
অরুণা নদীর জল বহুদূর প্রবাহিত হয়ে গেল
আমি একটা কথা শুধোতাম
কিন্তু পলকে বহুদূর চ'লে গেল
মেঘের ছায়া নামল যে জলে সে আলাদা
পাখির ডানায় লেগে থাকা রোদ ও অন্য
বৃষ্টিতে রোদ্দুরে রামধনুও কত আলাদা রকমের
আমি কি সব ভুল দেখছি
নিজের মধ্যেই প্রশ্নটা নিয়ে থমকে যেতেই
ন'ড়ে চ'ড়ে বসল পাহাড়
চূড়ায় আলো ভিতরে
তোমার মুখ

যা আমি খুঁজে ফিরছি নর্মদায় সিন্ধুতে কাবেরীতে
গোমতীতে ভেট দ্বারকায়
তুমি তার মনের মত হও
তুমি তার মনের মত হও
বলতে বলতে ঝাঁপ দিয়ে মিলিয়ে গেল অলকানন্দা

## শিল্পনিবেশ

তোমার তো হার জিতের প্রশ্ন নেই!
কোনো পক্ষে কি যোগ দিয়েছিলে?
আবহমান হাওয়া তোমার চুলে
আঙুল রেখেছিল
সনাতন নৈপুণ্য
স্তব্ধতাকে জরোজরো করে পৌঁছে দিয়েছিল
শিল্পের দরজায়
উন্মুক্ত দরজায়!
তবে?

কৌতূহল আর কৌতুকে চকচকে চোখে
যারা তাকিয়ে আছে
তারা ধ্বনিহীন।
জানো না?

হা হা হি হি তে
শন শন শব্দ তুলে
খাদে ঝাঁপ দিয়ে জলে যাচ্ছে যারা
সে সব করোটি।
দেখোনি?

যাকে নিয়ে তোমার হাহাকার
সে কত নির্বিকার
সমুদ্র
তরঙ্গ ভঙ্গ আর ফেনায় ফেনায় উদ্বেল!

## ভুলো না যেন

ঠিক বলতাম।
মনের মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম।
হঠাৎ হাওয়া
এলোমেলো ক'রে চলে গেল।
তুমিও।
আজকাল চিঠি লেখা বাতিল।
চিঠির বাক্স নেই।
আমার তো ই-মেল করা যন্ত্র নেই
মোবাইল আছে
তোমার ফোন সদা ব্যস্ত
মিসড কলের পাহাড় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও।
তাই
ঠিক করেছি
এই সায়াহ্নের মেঘে
ছায়াচ্ছন্ন পথে
স্পর্শকাতর ধুলোয়
ব'লে যাব
যদি
কখনো সে আসে
এ পথে আসে
যেন বোলো
ভুলো না যেন।

## অ্যালবাম

টুকরো টুকরো মুহূর্ত। ম্লান। হলুদ। ধূসর।
ধরা আছে। মনে পড়ে। স্থান কাল পাত্র। সব।
স্মৃতির পাতা। বিস্মৃতির ধুলো। স্মৃতি বিস্মৃতির
মাঝখানের স্তব্ধতা। টুকরো টুকরো। অতীত।
স্থির হলেও অতীত। চলমান হলেও। চলো
যাই। সব ফেলে চলো যাই। টুকরো গুলিও
এক সময় নিমজ্জিত হবে। চ'লে যাবে। ভেসে যাবে।
এক আকাশ অন্ধকার নেমে আসবে পরমা বিস্মৃতি হয়ে।

## টের পাই

লেখবার চিত্তভার নিয়ে বসি।
কিছু হয় না।
স্পষ্ট টের পাই কিছু হয় না।
বহুদিনের অভ্যেসকেই সংস্কার বলে।
সে বসতে বলে।
ব'সেই থাকি। যে কথাটি বলতে চাই
তাকে খুঁজে পাই না।
নদী নালা গাছপালা মেঘ বৃষ্টি
পাখি টাখির অন্তর্গত যে সত্য
তোমার জন্যে মন কেমনের অন্তর্নিহিত যে সত্য
খিদে তেষ্টা মৃত্যু হাহাকারের
অন্তরালে যে সত্য
তা ধরা দেয় না
ছায়ার মত আসে
নিরাবয়ব নিরঞ্জন নিষ্করুণ
বর্ণমালা খুঁজে পাই না শব্দ খুঁজে পাই না
ব'সে থাকি ব'সেই থাকি
টালমাটাল স্বর অক্ষর কলা
সব বৃত্ত ভেঙে
কেউ হাসতে হাসতে চ'লে যায়
স্পষ্ট টের পাই।

## জন্মদিন

জন্মদিনে কারও ইশকুল থাকে নাকি!
আজ কে কে এসেছিল? কী কী খেলে?
আমার যেতে ইচ্ছে করছিল ছুটে। আম্মারও
তোমার সেই সেট এর কাপে তোমার বানানো
চা খেয়ে আসতে।
টেলিফোনে পাঠানো যায় না, না?
ভাল থাকো। খুব ভাল থাকো তুমি।

## অন্ধতিমির

বৃষ্টিভেজা বাড়িটা মেদুর হয়ে অনিকেত।
গেটের গাছপালা ঝলমল করে ডাকছে
যেন অনেকদিন পর ফিরে এসেছি।
কোথাও কি গিয়েছিলাম?
কোথাও কি যাবার কথা ছিল?
দরজা খোলা কেন জানালা খোলা কেন?
কেনই আলো জ্বলছে এত?
হাওয়া এসে হাত ধ'রে নিয়ে যায়
যেন সম্মানিত অতিথি।
অপ্রতিভ হেসে বলি
আরে চলুন চলুন একটু দেরি হয়ে গেল
যা বৃষ্টি
বলতেই ঝপ করে অন্ধতিমিরে ঢেকে গেল সব
আমাকেও আর খুঁজে পেলাম না কোনো মতে।

## যাওয়া আসা

যাব যাব বলেও আমার যাওয়া হল না।
এই আলস্য এই কুঁড়েমি
চিরদিন আমাকে
কোথাও যেতে দেয়নি।
তুমি জানো না।
আসলে কাছে দূরে বলে কিছু নেই
এই কথাটা প্রথম থেকেই জানি ব'লে
একে তুমি নিস্পৃহতা ভাব।
তাছাড়া যাই, স্পর্শাতীত তোমার কাছে যাই।
তুমি জানো না।
তোমার ঘুমন্ত মুখের জ্যোৎস্নাটুকু
নিঃশব্দে ছায়ায় পরিণত হলে
আমি চ'লে আসি

তোমার পরিশ্রান্ত মুখের অলকগুচ্ছ
আলগোছে সরিয়ে দিয়ে যখন হাওয়া চ'লে যায়
আমি ফিরে আসি
তুমি জানো না।
করিনি ব'লেই তুমি
ওষ্ঠপুটে কোনোদিন চুম্বনরেখা দেখো না।

## মাঝে মাঝে স্পষ্ট ক'রে

মাঝে মাঝে স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার।
বলা যে হয় না তার কারণ বোধহয় সাহস নেই
বলতে যে পারে না তার মানে বোধহয় ভয়
সত্যি কথা আলোর মত
অন্ধকারের আড়ালে
লুকিয়ে থাকা যাবে না তখন
গোপন ফন্দিফিকির গুলি সবাই জেনে যাবে
এতকালের ভণ্ডামী এতকালের ভুল
এত দিনের চতুরতা লুকোনো কুঠার
বেরিয়ে পড়বে যে
তাই বানাতে হয়
এমনকি প্রেম পরমার্থ পর্যন্ত
বানাতে বানাতে দেখে যে নিজেও নিজের অচেনা
নিজেও এক বানানো বস্তু
অস্পষ্ট ধূসর।

## সে

বস্তুত তাকে পাই বা না পাই
সে এসেছিল।

এইটুকু নিয়েই যদি সন্তুষ্ট হতাম!

কিন্তু ধারণাহীন এক বাসনার আর্তি
এই হাহাকার ছড়িয়ে দিয়েছে।

## জগন্নাথ

তুমি বেরিয়েছ পথে ভিড়ে কোলাহলে ধুলো কাদায়
যে কখনো তোমার কাছে যাবার অধিকার পায়নি
আজ তার দর্শনের দিন দেখা সাক্ষাতের দিন
যে কখনো ছুঁতে পায়নি তোমাকে আজ তার
নন্দিত অধিকার তোমাকে স্পর্শ করবার
আজ তুমি পথে মানুষের মাঝখানে
আজ সবার চোখে চোখ রেখে তুমি তোমার ভালবাসা জানালে
ধর্মাধিক তোমার প্রেম আজ পথে পথে
গড়িয়ে ছড়িয়ে গেল
বহুদূরে সবার পছনে থেকেও আমি তার কণামাত্র পেয়ে
হেউ ঢেউ
নয়নপথগামী হও নয়নপথগামী হও
বলতে বলতে তোমার
নিরুদ্ধপট ছবির দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম।

## ভেঙে পড়ে

কিছুই হল না।
এ অনুভবের ভারসাম্য টলে যায়।
জনমানবহীন পথ হেসে ওঠে।
নির্জন ঝাউ হাততালি দেয়।
অমলতাস হলুদ মালা দোলায়।
কিছুই হল না।
মানে কিছু হবার কথা ছিল। নয় কি?
কী হবার?
ভেতরের শেকড়েরা শুধোয়।
জিজ্ঞাসা করে দশদিক অন্ধকার ক'রে আসা
নিশীথিনী।
অন্যমনস্কতার ছলে চোখ তুলে তাকায়
ছোট্ট পিঁপড়ে।

কিছুই হল না।
কিছুই হল না?
রাজরাজেশ্বরী মঠে ভ্রূকুটি ক'রে ভেঙে পড়ে
ভেঙে ভেঙে পড়ে
তার চোখের জলের সমস্ত অবরোধ
আর
ধূপের ধোঁয়া।

## আষাঢ়

বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা মালার গুরুভার
সইতে না পেরে
ঝড়ের রাতে যে চ'লে যায়
তার নাম আর যাই হোক
অভিসার নয়।
পারিজাত গন্ধ নিয়ে আসা বাতাস
অনুদ্‌গত অশ্রু নিয়ে আসা দুঃখ
নির্নিমেষ বিস্ময় বিহ্বল দুটি চোখ
যে নৈপুণ্য দিতে পারে না
তার নাম আর যাইহোক
শিল্প নয়।
বিরহোত্তীর্ণ প্রেমোত্তীর্ণ হৃদয়পথ
শীলিত আত্মসমাহিত হয়
শরীরাতিগ
শিল্পনিবেশের
অঝোর বর্ষণে
স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে অনিকেত আষাঢ়।

## কে কোথায়

সমস্ত পথ মিশে যায় পথের মধ্যে।
সমস্ত ঠিকানা পৌঁছে যায় আর এক ঠিকানায়।
কেবল কেউ কেউ হারিয়ে ফেলে দুইই
পথ এবং ঠিকানাও।
তার কি পৌঁছোনো হয় না?
তাহলে অত অন্ধকার অত অন্তঃপুর
অত শিখর অত গোপন কক্ষ অত সমুদ্র
অত আকাশ
লুকোনো ছিল কী ক'রে?
কে ঠিক পৌঁছোয়?
কোথায় পৌঁছোয়?
এসব উপলব্ধির আলো প'ড়ে থাকে
কাঁসাইয়ের জলে পাথরে
চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু
অশ্রুর ফোঁটায়।

## একদিন

তুমিও একদিন শিখে নেবে।
মূল্যের অধিক মূল্যে শিখে নেবে।
আর দিয়ে যাবে। ওই গুরুভার বহন
করতে পারবে না। সবাইকেই দিয়ে যেতে হয়।
প্রকৃতির ষড়যন্ত্র।
বিশ্ববিধান।
মণিহারের ঐক্যসূত্র।
তুমিও একদিন ব'লে যাবে ঃ
তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক, তোমার নির্দেশ
মাথা পেতে নিলুম।
বলবে ঃ শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!

## পুজোর ঘরে

ঝুপ ঝাপ ক'রে অন্ধকার পড়ল জলে
শন শন ক'রে বইল হু হু হাওয়া
জনমানবহীন তেপান্তরে তলিয়ে গেল গল্প
সে আর ফিরল না দেখে
কাঁটাবনে চাঁদ ডুবে গেল
এই রকমই পটভূমিতে
তোমার রক্তমাংস নিয়ে মেতে উঠল যে যুবক
তাকে তুমি চেনো না! তবু তাকে ডেকেছিলে!
পদ্মরাগ মণি থেকে কী জ্যোতি বেরোচ্ছিল!
পাকে পাকে কী অসহ্য ব্যথার আনন্দ!
আঃ কী ঘুম! কী জলতলদেশ!
এই রকমই চালচিত্রে
একটি উদাসীন দেবীমুখ

আর সারা পুজোর ঘরে ধূপ ধুনো গুগগুলের গন্ধ

## স্পর্শকাতর

ছুঁতে চাইলাম ব'লে অত জোরে বাজ পড়ল কোথাও
গরগর করতে করতে মেঘভাঙা বৃষ্টি নেমে এল
উথালপাথাল রাত লণ্ডভণ্ড করতে লাগল পৃথিবী
অনধিকারী আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নিঃসঙ্গ নদীর কিনারে।

ছুঁতে চাইলাম ব'লে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল বাঘ
পাইনবনের ভিতরে ফণা তুলে দাঁড়াল কী ভীষণ শঙ্খচূড়
আর্তনাদ ক'রে খাদে পড়ে গেল শেষরাত্রির চাঁদ
অনধিকারী আমি তাকিয়ে রইলাম তোমার অন্ধকার চোখের দিকে।

ছুঁতে চাইলাম ব'লে লুকোনো আগুন দাউ দাউ ক'রে হেসে
আমাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আসুন।

## সন্ধে

সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে।
বোকা বিষণ্ণ পাখিটা ডানা গুটিয়ে ব'সেই আছে।
আর খানিকক্ষণ থাকলে ও তার বাসায়
ফিরতে পারবে না।
সারাটা দিন একসঙ্গে ছিল।
বোকা বিষণ্ণ পাখিটা লক্ষ্য করেনি
সঙ্গিনী বহু দূরে চ'লে গেছে কখন
আর একজনের সঙ্গে।
হয়ত ওরই জন্যে আশায় ব'সেই আছে এখনো।
যদি আসে যদি ফেরে যদি—
সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে গাঢ়তর হয়ে।
ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে গাছপালা মাঠ প্রান্তর।
বিশ্বাসপ্রবণ বুকে কারও ফিরে আসার স্পন্দন।
অবয়বহীন চরাচরে কারও চ'লে যাবার
অনপনেয় উপলব্ধি।

## দ্বৈধ

এই অধ্যবসায়কে পাগলামী বলবে বলো
মানুষ কিন্তু তাকে মহত্ব বলেছে
এক অলক্ষ্য পরিপূর্ণতার দিকে তার ব্যাকুলতা
তাই সামান্য ঘাস ফুল একটি ছোট্ট পাখি
একটু টুকরো মেঘ—তার খিদে মেটায় না
কিন্তু আকর্ষণ করে
মানুষ ক্ষণে ক্ষণে এই আদর্শকে স্পর্শ করতে চায়
একদিকে পরমতার আকর্ষণ
অন্যদিকে জাগতিক নিয়মজাল
এই দ্বৈধের উৎসমূলে
রয়েছে তার সত্তা
এক নিষ্করুণ নিরঞ্জন আলো

## অবেলায়

সময় নেই ব'লে সবটুকু রোদ কুড়িয়ে নিতে পারছি না
সবটুকু ছায়া গুছিয়ে রাখতে পারছি না
সবটুকু সুগন্ধ নিতে পারছি না
ভুলগুলি ঢেকে রাখছি ব্যর্থতাগুলি আড়াল করছি
সপ্রতিভ হাসিতে লুকোতে চাইছি ক্ষয়ক্ষতি গুলি
আরও কঠিন আঘাত সইবার জন্যে কম্পিত তার গুলি
টেনে রাখছি
সময় নেই ব'লে কৃতাঞ্জলিতে উপচে পড়ছে
অমল জ্যোৎস্না
উচ্চারণ করছি ঃ জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণৈ সুখায়ৈ
সততং নমঃ

## শান্তি পাঠ

দিবসের দেবতা মিত্রদেব
রাত্রির দেবতা বরুণ
আদিত্যমণ্ডলের দেবতা অর্যমা
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।
শক্তির দেবতা ইন্দ্র
বাক দেবতা বৃহস্পতি
নিরন্তর গতিময় বিষ্ণু
সুপ্রসন্ন হোন।
হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার।
তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম
তোমাকে নমস্কার।
তুমি ঋতস্বরূপ
তুমি সত্যস্বরূপ
তুমি আমাদের রক্ষা কর।

## সমুদ্রসম্ভবা

পঞ্চনদীতে ঘিরে রেখেছে সেই চিদঘন মহাদেশ
স্বপ্নে সূর্যে আলোকিত শান্তিতে অপরূপ
রৌদ্রে সমুজ্জ্বল সুপ্তিতে ছন্দিত ঝঙ্কৃত
মধুপূর্ণিমায় কোজাগর।
তবু মৃত্যুর নূপুরে নন্দিত জীবন।
অনাহত গতিতে দুস্তর স্রোত অতিক্রান্ত ক'রে চলেছে।
পঞ্চেন্দ্রিয়ের ঘাত অভিঘাতে পঞ্চ দুঃখের পাহাড়ে
প্রহত প্রতিহত হতে হতে
বেজে চলেছে বিষণ্ণ বীণা
ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ ভেঙে ভেঙে
চলেছে উজানে
উৎসমূলে তপস্যামুখর
রূপ থেকে অরূপে বস্তু থেকে নির্বস্তুতে
প্রবাহপ্রবীণ গোমুখী
সমুদ্রসম্ভবা।

## কবয়ো বদন্তি

তোমাকে পেতে এত দুঃখ!
তুমি এত দুর্লভ!
রোদ্দুরে ছায়ায় আলোতে অন্ধকারে
এত ওতপ্রোত
তবুও তোমাকে পাইনা
দুঃখে দুর্লভ
মৃত্যুতে দুর্লভ
প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তিতে দুর্লভ
ভয়ে দুর্লভ
অসমসাহসিকতায় দুর্লভ
হে অনির্বচনীয়
তুমি বলহীনের নও জানি
আবার বলবানেরও কি?
দুর্গং পথস্তৎ
কবয়ো বদন্তি।

## অপাণিপাদ

তুমি সর্বজ্ঞ তুমি অজ্ঞও
তুমি প্রভু তুমি দাসও
তুমি জীব তুমি ঈশ্বরও
তুমি রূপ, অরূপও তুমি
দৃশ্য ও অদৃশ্য তুমি
তোমার অনন্ত জন্ম আবার
জন্মরহিতও তুমি
তুমিই ভোক্তা তুমিই ভোগ্য
মুক্ত তুমি বদ্ধ তুমি, নিত্য অনিত্যও
তুমি সফলতা তুমি ব্যর্থতা
মিলনও তুমি বিরহও তুমি
তুমিই মৃত্যু তুমিই অমৃত
তুমি প্রারব্ধ তুমিই ছিন্নজাল
তোমারই বিনাশ তোমারই অবিনাশ
ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য তুমি
দারিদ্র্যের ঐশ্বর্যও তুমি
সর্বৈশ্বর্য সম্পন্ন অণিমা লঘিমা তুমি
নির্গুণ নিষ্কিঞ্চন তুমি নিরঞ্জন
তুমিই ললিত তুমিই কঠোর
অপাণিপাদ জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

## তোমার কথা

তোমার কথা যেভাবেই বলি যতটুকুই বলি
আমার আনন্দ।
ছোট্ট শিশু পিতাকে শুধু যা বলতে পারে
হয়ত তাও পারে না।
তাতেই পিতার আনন্দ।
যেখানে কেউ বর্জিত হয়নি সেখানেই তো তুমি।

সমস্ত রকম প্রকাশ ও অপ্রকাশ তুমি।
প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানেও তুমি।
অথচ তোমাকে প্রকাশ করতে পারছি না।
পারছে না সূর্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ ও অগ্নি।
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।
আমি কী বলব তবু এতেই আমার আনন্দ।

## শাদা পাতা

নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন কী অসীম
বুক পেতে আছ আমার দুঃখের কাটাকুটি
নেবে ব'লে।
আমার হাত কাঁপে কলম খ'সে যায়
শব্দ স'রে যায়, গ্লানিময় জীবন অশ্রুতে
উদ্‌গত হয়ে ওঠে।
কী শুদ্ধ স্বর্গীয় শুভ্রতা তোমার!
কোথায় সেই বৈখরীভূমি
কোথায় সেই পরা বাক
সেই আশ্চর্য অনুপ গায়ত্রী
সেই সব মন্ত্রময় বর্ণমালা
মাতৃকাগণ
অমূর্ত অনিরুক্ত অপ্রকাশ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে কই!
অকামহত পুণ্যশ্লোক সেই আনন্দকণা!
আমার ভয় হয়।
তুমি অপেক্ষাকাতর! আমি যে জেনেছি
যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আমি যে জেনেছি ঃ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান।
তুমি মার্জনা করো আমার ব্যর্থতা।

## মুঠো

আসক্তির মুঠো থেকে আলগা হয়ে
উড়ে যায় সন্ধ্যার মেঘমালা।
খ'সে পড়ে সোনার ধান।
এইরকম গুরুগম্ভীর কথায় হেসে ওঠে পথ।
দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা মৃত্যুর ঔদার্য
দেখিয়ে সে স'রে যেতে বলে।
অশ্বত্থের পাতা ঝরতে ঝরতে কি বলে না
সব যায় সব যায় সব চ'লে যায়?
বিষাদের ছায়ায় ধূসর গন্ধেশ্বরী কি দেখায় না
সাতই চৈত্রের সেই চিতা?
ভাসমান মেঘমালা থেকে রক্তরাগ এসে পড়ে
আমাদের উঠোনে বারান্দায় ঘরের ভেতর বাগানে
পূরবীর করুণামাখা রাগে সজল হয়ে ওঠে মন
মুঠো খুলে যেতে থাকে অঞ্জলি প্রসারিত হতে থাকে
করজোড় বিশ্বাস স্তব্ধ হয়।
অবগাহন করে প্রপন্নার্তি।

## যেতে যেতে

জ্যোৎস্না এসে অনির্বচনীয় করেছে ধুলোবালি
না ধুলোবালি অনিন্দ্যসুন্দর করেছে জ্যোৎস্না
এই কথা ভাবতে ভাবতে সুন্দরের তথ্য তত্ত্বে পর্যবসিত হয়
আর তাই রাতের পথে আমার হেঁটে যাওয়া
ফুরোয় না নিঃশেষ হয় না চলতেই থাকে
অনেক অতীত অনেক বর্তমান অনেক ভবিষ্যৎ
হাত ধরাধরি ক'রে অনন্তের দিকে যেতে যেতে
আমার মুখের দিকে তাকায় প'ড়ে নেয় আনন্দটুকু
হেঁটে হেঁটে ফেরার না ফুরোনো ফেরার আনন্দটুকু

## পথ আগলে

বড় বড় কথা ব'লে পণ্ডিতী ফলিয়ো না
দুলতে দুলতে ঘাস ফুল মুচকি হেসে তাকায়
অশ্বত্থের পাতায় পাতায় সে হাসির স্পর্শ লাগে
মজা দীঘি থেকে উঠে আসে খরিশ গঙ্গাফড়িং
বাবলা বনে হলুদ আর হলুদ ফুলের কদমকেশর
সেই ছেলেবেলার গালফুলো গিরগিটি
শুধু নেই সেই মাটির দাওয়া খড়ের চাল
তালপাতার চাটাই তুলসী মঞ্চ, বলিরেখায়
ঢাকা মুখ জরায় ঢাকা মুখ মমতায় ঢাকা মুখ
কিছুই কি থাকে না? ভাবতেই কুণ্ঠিত কাঁটালতা
পথ আগলে দাঁড়ায়
শৈশবের সেই দাওয়ায় আর
উঠতে পারি না বসতে পারি না

## পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি ন মমেতি চ

আমার বিশ্বাস নিয়ে আমি যতদূর যেতে পারি
তুমি ততদূর পার না
তোমার সংশয় নিয়ে তুমি যেখানে চলে যাও
আমি সেখানে যাই না
প্রকৃত প্রস্তাবে কেউ কারও অনুভবে অবগাহন করতে পারে না
ঠাকুর বললেন শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের স্পর্শ পেয়েছিলেন মাত্র
আস্বাদন ক'রে শিব অচৈতন্য
এসবের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে
তোমার মৌল বিশ্বাসে ভর ক'রে
আমি গন্ধেশ্বরী নদীর কাছে চ'লে যেতে চাই
কাঁসাই নদীর কাছে চ'লে যেতে চাই
তোমার সংশয় আমার সঙ্গে
তোমাকে যেতে দেবে না

## কেউ কারও মুখ

তুমি যখন শিল্পের বিষয় হয়েছিলে
আমি তখন শিল্পের বস্তুকে খোঁজ করছিলাম।

তোমার মধ্যে বন্ধুকে পেয়ে নিষিণ্ণ কবি যখন একাকী
তুমি তাকে ফেলে চ'লে গিয়েছ।
গিয়েছ কি?

আসাও সহজ নয় চলে যাওয়াও সহজ নয়।
আসলে তুমি আসোওনি চলেও যাওনি।
তুমি ছিলেই। আছো।

আমার বিরহ ছলোছলো মায়া
তোমার নিস্পৃহনীরব মায়া
আড়াল ক'রে রেখেছে
তোমাকে আমাকে।

এটুকু না থাকলে কেউ কারও মুখই দেখতে পেতাম না।

## ছুটি

এখন কয়েক মাস আমি ভুলে থাকব তোমাকে।
কেমন আছো জিজ্ঞেস করব না।
বলব না ভাল আছো?
এখন কয়েক মাস আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।
সুযোগই দেব না আমার সঙ্গে মস্করা করার।
বয়স হচ্ছে। হাসি ঠাট্টা মানায় না।
কয়েক মাস আমি চুপ ক'রে দেখব
তুমি একটি মিসড কল করো কিনা
সামান্য একটা মিসড কল।
তারপর মুছে ফেলব চকখড়ির লেখার মত
যেমন মুছে ফেলতাম ক্লাশের শেষে বোর্ডের লেখা।
ছুটি হয়ে যাবে। ছুটি। আমি আর যাব না।
দেখা হবে না আমাদের কোনোদিন।

## যাওয়া হল না

আজন্ম বিষাদ। একটা বিষাদের সেতু।
সে সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।
দাঁড়িয়েই থাকে।
দুপারে কোলাহল মুখর আনন্দ
দুপারে কথোপকথন হাসি মস্করা আনন্দ
লোকটা সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে
মুখ দেখে নীচের স্রোতে।
প্রবহমানতায় মুখ বেঁকে যায়
চোখ বেঁকে যায় নাক কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওঠে
কিছুতেই স্থির মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে না।
দিন যায় রাত আসে
রাত যায় দিন আসে
গ্রীষ্ম বর্ষা শীত হেমন্তের আলোতে ছায়াতে
সে নিজের মুখ দেখতে চায়
নীচে প্রবাহতরল স্রোত।
আমি কতদিন তার কাছে একবার যাব ভেবেছি।
কোনওদিন আর যাওয়া হল না।

## শ্রাবণরাত

তুমি তাকে একটু প্রশ্রয় দিলে
লোকটা প্রেমের কবি হতে পারত
তুমি শুধু চোখ তুলে একটু তাকালে
তার পিপাসাসম্বল পথ
ভ'রে উঠত ফুলে ফলে
তুমি একটু হেসে উঠলে
উছলে উঠত তার ছোট্ট ভুবন
তোমার ওষ্ঠাধরের স্ফুরিত কৌতুক
তার সমস্ত দুঃখকে ধুয়ে দিতে পারত
তোমার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের এক কণায়
হেউ ঢেউ হয়ে উঠত তার দারিদ্র্যের সংসার
খুবই অভিমানী লোকটা

কী ক'রে যে তবু অপেক্ষাকাতর!
সে স্বপ্ন দেখে তুমি একদিন আসবে
একদিন তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে
হয়ত কথা হবে কিংবা হবে না
হয়ত ছোঁয়া যাবে কিংবা যাবে না
শুধু অপেক্ষাজর্জর রাতের হাহাকার
নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়
শ্রাবণের হাওয়া।

## এক সময়

শব্দগুলি ভয়ে লুকিয়ে পড়ে
ছন্দগুলি ভয়ে এড়িয়ে যায়
উপমা চিত্রকল্পগুলি ত্রস্ত পায়ে পালায়
আমকে দেখলেই
শাদা পাতাগুলি
লজ্জায় মুখ ঢাকে।
এরকমই হয়ে থাকে আজকাল।
আমিও ওদের কষ্ট দিই না।
ছেলেবেলার মত গান গাইতে গাইতে
আলপথ ধ'রে গিয়ে পৌঁছোই
গন্ধেশ্বরীর তীরে
সূর্যাস্ত হয় আলো পড়ে নদী অলৌকিক হয়ে ওঠে
রহস্যপ্রিয় পেঁচা বুড়ো শিমুলের কোটর থেকে
চোখ গোল ক'রে শুধোয়
সন্ধে হতে কত দেরি
প্রেতায়িত শেয়াল আগুনচোখে তাকিয়ে
চ'লে যায়
শ্মশানচেরা পথে শন শন ক'রে হেঁটে যায় হাওয়া
কখন সন্ধে হয় রাত হয়
অন্ধকারে সব হারায়
ধীরে ধীরে চাঁদ ওঠে
মায়াময় দশদিগন্তে ছলকে ওঠে জ্যোৎস্না
নিঃশব্দে ফুটে ওঠে
তোমার মুখ।

## ওরা

তোমার কথা কেউ শুনতে চায় না। বললে
উশখুশ করে, অছিলায় উঠে যায়।
তোমার কথা কেউ বলে না। শুধু
আবোল তাবোল বকে অসংলগ্ন প্রলাপ।
তোমাকে কেউ চায় না, কেউ
ভালবাসে না তোমাকে।
মুখে বিষাদের রোদ বিকেলের নদীটি
শুধু শুধোয় তুমি কি এসেছিলে
মুখে ম্লান আলো বিকেলের মেঘ
শুধু জিজ্ঞেস করে তুমি কি আসবে
উৎকণ্ঠাকাতর পাখির ডানায়
তোমার আলো
গাছের ধূসর পাতায় তোমার আলো
বাড়ি ফেরা ভিখিরিনীর রুখু চুলে
তোমার আলো।
কেউ দেখে না, ওরা সুন্দর মাড়িয়ে চ'লে যায়।

## সন্ধের অন্ধকার

শুনেছি একপা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন
শুনেছি এক কণা সহস্র হয়ে ফিরে আসে
শুনেছি হেলায় ডাকলেও তা শ্রদ্ধার সমান হয়ে যায়
শুনতে শুনতে শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্বও যায় যায়
ভাবি আমার কি এক পাও এগোনো হয়নি আজও
আমি কি কণামাত্রও দিতে পারিনি কিছু
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে—তাও কি ডাকতে পারিনি তাকে
ভাবতে ভাবতে আমার সন্ধের অন্ধকার এসে হাত রাখে মাথায়

## ভিজিয়ে দেয়

আমি এই ছোট্ট ঘরে লিখি।
এই ঘরে অনেক সুগন্ধ।
এই ঘরে তিনি এসেছেন।
এই ঘরে তুমি এসেছো।
এই ঘরে সে এসেছে।
এই ঘরে অনেক সুগন্ধ।
সকলের জন্যেই আমার
মন কেমন করে।
প্ররোচিত করে সামান্য আকাশ
নারকোল গাছের পাতায়
গড়িয়ে যাওয়া রোদ্দুর
জোৎস্না
এক আধ টুকরো শাদা মেঘ।
লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি
যেন সমুদ্রতীরে রয়েছি
দক্ষিণের এক সমুদ্রে
হেসে কুটোকুটি ঢেউ এর জলকণা ভিজিয়ে দেয়
আমার সত্তা।

## পথরেখা

শেষ পর্যন্ত তোমার আসা যাওয়ার স্মৃতিটুকুও ধূসর হয়ে উঠছে।
আসলে ওই গল্পে কোথাও ভালবাসা টাসা ছিল না।
গল্প বললাম ব'লে আবার রাগ করো না। গল্প কোথায়!
নিছক ঘটনা মাত্র। এখন সকাল দুপুর সন্ধে ঠায় ব'সে থাকা
জলের শব্দ ঝড়ের শব্দ বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে হাততালি
কোথাও কোনও দাঁড়ের আঘাত কই নৌকোর রেখা?
কোথাও কোনও অপেক্ষা নেই, অপেক্ষাকাতর সত্তা নেই।
শুধু ধূসর হয়ে আসা তোমার আসা যাওয়ার পথরেখা—

## একটি রিভিয়্যু

মুদ্রণপ্রমাদ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া জরুরি
কেননা অনন্তের বিপরীত সান্ত এর দন্ত্যসকে তালব্যশ
ক'রে যা তা করেছে প্রেস
কবি কি প্রুফ দেখতে পারেন
এসব তার চোখে পড়ার কথা না
প্রচ্ছদের মূর্তিটি নারীর কেন?
অবশ্য সকলেই আমরা রোরুদ্যমানা নারী এক একটি।
কবিতাগুলিতে প্রচ্ছন্ন মঙ্করা কেন?
ফিঙে পাখি কি সত্যি ফিচেল?
বুড়ো পেঁচা কি মান্ধাতার আমলের?
কিউবিক স্ট্রাকচার না থাকলেও
রেখা বর্ণ আঙ্গিকের আদল সিন্থেটিক কিউবিজিমের
যাই হোক আণব স্থাপত্য সংস্থাপণে
কবি সাফল্যলাভ করেননি
তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কবিজনোচিত হোক।

## বলা হয় না

তোমার কথা বলব বলব ক'রে কী যে বকে যাই
নিজেই জানি না
তোমার কাছে যাব যাব ক'রে কোথায় যে চ'লে যাই
নিজেই জানি না
নিজেই জানি না তোমার জন্যে বসবার আসন
খাবার থালা পানের গ্লাস শোবার শয্যা
কাকে দিয়ে বসি
তোমার জন্যে ফুটে ওঠা ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে যায়
সুগন্ধটুকু নিয়ে মিলিয়ে যায় সন্ধের হাওয়া
স্তব্ধ হয়ে যায় ঝাউয়ের করতালি নদীর মুখরতা
তোমার কথা বলা হয় না
তোমার কথা বলা হয় না আমার

## দুঃখ হয়

ভেটদ্বারকা যেতে যেতে লঞ্চে সিগালেরা এসে
হাত থেকে তুলে নিচ্ছিল খাবার
সমুদ্রের তরঙ্গগুলি শান্ত
বিকেলের রোদ পড়ে ঝকমক ক'রে উঠছিল
তোমার জন্যে কিছু নিয়ে যেতে পারিনি
দ্বারকাধীশ
হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে তুমি
আজো কি মনে রেখেছো আমাকে?
আমি কিন্তু ভুলিনি
তোমার মন্দিরে কী অপরূপ জ্যোৎস্না গড়িয়ে
গড়িয়ে পড়ছিল
ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে ছুঁতে চাইছিল তোমার চরণ
গোমতীর জলে স্নান করা হয়নি বলে
আজও দুঃখ করে রেবা
দুঃখ হয় আমাদের তুলসীর মালা তোমাকে
না পরিয়ে ফেলে দিল পাণ্ডারা
দুঃখ হয় আর তোমার কাছে যাওয়া হবে না
কখনও।

## ঘর

আমি আর কথা বলব না। দুটো বাজবে। ছ'টা বাজবে।
তুমি খুঁজে দেখবে নম্বর। মিসড কলের লিস্ট।
অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে বাসের জন্যে। ফোন
বাজবে না। বাস আসবে। সিট পেয়ে যাবে। ফোন
হাতে ক'রে বসে থাকবে। বাজবে না। কন্ডাক্টর
হাত পেতেই থাকবে। অন্যমনস্কতা ভাঙবে। এক সময়
মাডা স্ট্রিট এসে যাবে। নেমে পড়তে হবে। তারপর
পাঁচ মিনিট। তারপর থিরুভনময়ুর। তারপর সিঁড়ি।
সিঁড়ি। সিঁড়ি। আর অন্ধকার সিঁড়ি। আর আলোকিত ঘর।

## যে বোঝে

যে বোঝে তারই ব্যবহার করা চলে।
মাকড়া হাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব।
পবিত্রতার সুগন্ধটুকু উবে যাচ্ছে অশুচি হাতে।
শুশ্রূষাহীন শব্দগুলি কী রুগ্ন কাতর।
তোমার মুখের শ্রীটুকু জানতে
কিছু খুঁজে পাই না আর।
তোমার চোখের আলোটুকু ফোটাতে
হাতে কিছু নেই।
শরণার্তি প্রণাম প্রার্থনা পূজার জন্যে
কিছু রাখেনি
কী আর করা যায়
এই নিয়েই খুশী হও
একদিন তোমাকে নিয়ে আবার গ্রামেই
ফিরে যাব
ভাঙাচোরা ইঁটের বেদীতে বসাব
তুলসীমঞ্চ থাকবে
গোবরমাটির নিকোনো উঠোন
চাতুর্যহীন ফন্দিফিকিরহীন জটিলতাহীন সহজিয়া
ভাষায় কথা বলব তোমার সঙ্গে।

## পথিক

তোমাকে চিনি।
তোমাকেও।
তোমাদের সকলকে।

সবার জন্যে শুভেচ্ছা।

আমাকে চেনার
কী দরকার।
আমি পথিক।

## বাড়ি

বাড়ির নিজস্ব দুঃখ আছে
অতি ব্যক্তিগত কাতরতা আছে
নীরবতার মায়া আছে

ইঁট কাঠ ভেবে তাকাইনি

চ'লে যাবার সময়
তাই 'এসো' শব্দটুকু
খান খান ক'রে দিল দুপুর

## যাপন

সবাই তো হাত বাড়িয়ে দেয় না।
অন্ধকারে সুগন্ধ এসে গলা জড়িয়ে ধরে।
বৃষ্টির নূপুর মাঝরাতে ঘুম ভাঙায়।
তোমার ছবি থেকে হাসিটুকু নিয়ে
তোমার ছবি থেকে চোখের ভাষাটুকু নিয়ে
দিন কাটাই।
সবাই তো হাত বাড়িয়ে দেয় না।
স্মৃতিলিপ্ত জীবন কোথায় ফিরে যেতে চায়!
কাকে ফিরে পেতে চায়!

## তোমাকে নমস্কার

তোমার হাত কই যে হাত ধরবে আমার
তোমার পা কই যে হেঁটে যাবে আমার সঙ্গে
তোমার চক্ষু কোথায় যে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে
দর্শনইন্দ্রিয় দিয়ে কী ক'রে শ্রবণ করবে আমার আর্তি!

তবু তুমি হাত ধ'রে আছ টের পাই
অনুভব করি আমার পাশে হেঁটে চলেছ
আমার চোখে চোখ রেখে আমাকে স্থির করো
পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শোনো উৎকণ্ঠাকাতর!

আমার কিছু লুকোনো নেই গোপন নেই
দেখি সব তুমি জানো জেনে হাসো
তোমাকে আমি জানি না কিন্তু তুমি জানো আমাকে
তুমি যে জ্ঞানের বিষয় নও
তোমার কোনো বেত্তা নেই

হে অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান
তোমাকে নমস্কার।

## শুধু শরণাগতি

অঙ্গুষ্ঠ আয়তন হয়ে কী ক'রে যে সহস্র হলে
কী ক'রে যে একই সঙ্গে বহুরকম হলে!
আমার তপস্যা নেই নিদিধ্যাসন নেই
আমি তোমাকে জানতে পারব না কোনওদিন।
ভরসা, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
আমার মেধা নেই শ্রুতি স্মৃতি নেই।
শুধু শরণাগতি শুধু প্রপন্নার্তি।
শুধু মনে পড়ে একদিন এসেছিলে
আমি চিনতে পারিনি বুঝতে পারিনি
তবু তুমি কী মনে ক'রে এসেছিলে।
সে-ই আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ
ত্রিকাল পরিব্যক্ত তোমার সেই রূপ
সেই দৃপ্ত রথ পূর্ণতায় প্রতিভাত
সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিবিবর্জিতম
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ।।

## পাঠ

একই রচনা কেন বার বার লেখো?
এই প্রশ্নের অভিঘাতে হেসে ওঠে তরুলতা
হেসে ওঠে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের দিঙমণ্ডল।
যা কিছু অবাঞ্ছিত যা কিছু উচ্ছ্বসিত ফেনিল আবর্তময়
তা কেন বর্জন করো না?
শুনে অর্বাচীনের প্রতি গম্ভীর চোখে তাকায় সমুদ্র।
আমি উভয়ের কথোপথন শুনে ফেলে
আর পরিমার্জনা না করেই
খাতা গুটিয়ে রাখি
কবিতাগুলিকে, বলা ভাল, কবিতাটিকে ঘুমোতে দিই
অকবিজনোচিত হলেও
ছাত্রীটিকে বোঝাই
কবিতা ও বাস্তবের মধ্যে এই বিচ্ছেদরেখা টেনেছেন লক।
ফলত ঋতকথনের দায়ভার মুক্ত তুমি।

## নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ

তুমি সুনীল পতঙ্গ তুমি ভ্রমর তুমি মৌমাছি
হরিৎবর্ণ লোহিতাক্ষ শুক তুমি তুমি তড়িৎগর্ভ মেঘ
তুমি আবর্তিত ঋতুচক্র তারার তিমির
সপ্ত সমুদ্রের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস গর্জন ফেনা
তুমি শুক্তি তুমি ঝিনুক সজল সৈকত প্রবাল
আদি অন্তহীন সর্বব্যাপক তুমি বিভু
তুমি স্রষ্টা তুমি স্থিতি তুমি বিনাশ মহৎ বিলুপ্তি
সর্বাত্মক পরম প্রমাণ তুমি অস্তি অপরূপ তুমি
পূর্ণের প্রকাশ সর্বত্র অস্তিত্বময় হয়েও তুমি পরিপূর্ণ
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।

## দ্বা সুপর্ণা

তুমি কেবল চুপ করে ব'সে থাক
তোমার কোনও মোহ নেই খিদে তেষ্টা নেই
স্থির শান্ত সমাহিত মৌন স্তব্ধ সুদূর
অচঞ্চল
আমি ঠুকরে খাই ঠুকরে ঠুকরে খাই
কুরে কুরে খাই আমার প্রাক্তন প্রারব্ধ
সঞ্চিত ক্রিয়মান
ভোগ করি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ তেজ অপ
অজা মেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
ভোগ করি ত্রিবর্ণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি

তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাক আর দেখ।

## আজ

ভুলগুলি অনিচ্ছাকৃত
দুঃখগুলি অনিকেত
আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

ভালবাসা আবহমান
ভালবাসা অহেতুক
আমি নন্দিত।

আজ যাই। আবার
দেখা হবে। হয়ত
হবে না। আজ যাই।

## মন খারাপ

বহুদিন কোনো উত্তেজনা নেই
ঝড়ো হাওয়া নেই বৃষ্টি নেই বজ্রবিদ্যুৎ নেই
ভূমিকম্প নেই বন্যা নেই অগ্নুৎপাত নেই
বহুদিন একটা চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দেওয়া সূর্যাস্ত হয় না
দশহাজার মিটার শিখর থেকে গড়িয়ে পড়ে না পাথর
বহুদিন ঘুষি মেরে কারো চোয়াল ভেঙে দেওয়া নেই
বাষ্পাকুল সকালে চম্পক অঙ্গুলিতে কলিংবেল বাজেনি
বহুদিন দেখা হয়নি আমাদের
চুমু খাওয়া হয়নি
কোনওদিন
খুব মন খারাপ নিয়ে পালিয়ে চলেছি পালিয়ে চলেছি

## ভালবাসা

আর খুঁজে পাবে না। টেলিফোন নম্বর নেই।
বাড়ি নেই। ঠিকানাহীন। চলেছি তো চলেছি।,
পাঁচদিন সাড়া নেই। শব্দ নেই। উত্তর নেই।
আমার রাগ অনেক কমে গেছে। আমার অভিমান
অনেক কমে গেছে। আমার ভালবাসা
সমুদ্র
ক্ষয়হীন ক্ষতিহীন হ্রাসবৃদ্ধিহীন উত্তাল তরঙ্গমুখর।

## কেননা

আর কত সঙ্কেতে বলব আর কত
প্রতীকে চিত্রকল্পে কথা বলব!
এবার সরাসরি বলা ভাল
কেননা আর সময় পাব না—
এবার স্পষ্ট করে বলা ভাল
কেননা কণ্ঠরোধ হয়ে আসতে পারে—
এবার কিছুই না ব'লে
বুঝিয়ে দেওয়া ভাল
কেননা—

## পাগলামি বিষয়ক

যার মধ্যে কোনো পাগলামি নেই তার আবার জীবন
এই যে কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যাই
কয়েক মাস গিয়ে থাকি দুর্গম জঙ্গলে
কিংবা পাহাড়ে
অথবা মরুভূমিতে বা সমুদ্রে বা নিরেট ধুলোবালির
পথে পথে
এই যে না খেয়ে না ঘুমিয়ে স্নানহীন বিশ্রামহীন
হেঁটে হেঁটে মাঝরাতে তোমার জানালায় এসে দাঁড়াই
মুখে পড়ে থাকা জ্যোৎস্নাটুকু সরিয়ে দিই
খুলে যাওয়া মশারী ঠিক ক'রে দিই
এই যে তোমাকে না ছুঁয়ে ফিরে চলে আসি বার বার
এ কি তোমার ভাল লাগে না, বলো? না হলে
ফোনে কেন ঝর্ণার মত হেসে ওঠো তুমি
না হলে
এখন কোন তুষারগুহায় রয়েছো ব'লে হেসে ওঠো তুমি
বহুদিন পর দেখা হলে কেন দীর্ঘ চোখ তুলে
আমার চোখে খোঁজো ঝোড়ো দিন
বজ্রবিদ্যুৎময় রাত?
পাগলামিই তো জীবন পাগলামিই তো প্রেমের ভাষা
ব'লে তুমি বৃষ্টি হয়ে যাও—বন্যাও।

## স্বপ্নের রেলগাড়ি

আমাদের বাড়ির পাশেই রেললাইন।
আগে দেখা যেত। জানালা থেকে। ছাদ থেকে।
আজকাল অজস্র বাড়িতে আড়াল হয়ে গেছে।
শব্দও তেমন আসে না। আগে ঝনঝন করে
উঠত কাচের জানালা শার্সি। এখন তীব্র
হুইশ্‌ল জানিয়ে যায়। প্রচুর ট্রেন এখন।
রেবা ট্রেনের শব্দ খুব ভালবাসে। বেড়াতে
ভালবাসে কিনা। কোথাও তেমন নিয়ে যেতে
পারিনি। দেখি কোথাও একটু যেতে হবে এবার।
স্বপ্নের রেলগাড়ি ঝমঝম করে স্বপ্ন দেখিয়ে যায়।

## লেখা পত্রে

একে কী বলব? এর নাম প্রেম দিলে
হাসাহাসি করবে বুড়ো ঝাউ পর্যন্ত
এর নাম ভালবাসা দিলে
টিটকিরি দেবে মান্ধাতার পেঁচা
একে কী বলব? এর নাম বন্ধুতা দিলে
অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে গন্ধেশ্বরী নদী
গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধ বললে সসম্ভ্রমে উড়ে যাবে ডানা মুড়ে বসে থাকা
বিকেলের পাহাড়
নামহীন গোত্রহীন এই অদ্ভুত সম্পর্ক নিয়ে
কানাকানি করে তারারা
কত গল্প কাহিনী লিখে ফেলে গ্রামের বাবলাবন ঝর্ণাজল
ভুল ক'রে গ'ড়ে ওঠা এই সব
লেখাপত্রে লেগে থাকবে
অন্ধকার আলো কনক ছায়াপথ পথের বিলাস
শৈশবের কৈশোরের হারানো গ্রামের সেই
বেদনার জোনাকির মত।

## তবে যাও

তুমি তবে এভাবেই চ'লে যাবে ঠিক করলে?
অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল।
বেলাও নেই আর।
কোথায় যেন যাবার কথা ছিল না?
কার কার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল না?
কত কী লেখার কথা ছিল।
কথা ছিল . . .।
তবু এভাবেই চলে যাবে ঠিক করলে তুমি?
কোথায় যাবে? কোথায় সব যায়?
জানো না?
কী সুন্দর সন্ধ্যার বাতাসে বয়ে চলেছে জাহ্নবী
গঙ্গোত্রী থেকে সাগরে।
তবে যাও। আর ফিরে এসো না কোনওদিন।

## আসলে অজুহাত

তোমার অসুখ। আসলে অজুহাত।
স্পষ্টাস্পষ্টি বললেই হয়
কেউ কাছে এসো না।
যেমন রেবাকে বলেছ।
অনেকদিনই দেখেছি
তুমি কী রকম ভালবাস।
আমরা তো তোমার মত না।
যাকে ভালবাসি তাকে ভাল বাসি।
প্রথা নয় অভ্যাস নয় অবশে নয়
আন্তরিকতায় টগবগে।
যদি ঈশ্বরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ থাকে তোমার
জেনে নিও না।
তোমার অসুখ। আসলে অজুহাত!

## স্বপ্নে

তুমি কবিতা পড়ো না। কবিতা বোঝো না।
আশ্চর্য দেখ, আমার লেখাগুলি
তোমাকে নিয়েই।
মাঝে মাঝে খারাপ লাগে।
যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা
সেই পড়ে না সেই বোঝে না!
দুঃখ হয়।
নিঃসঙ্গ লাগে।
কখন অন্ধকার দু'হাতে মুছে দিয়ে জ্যোৎস্না নেমে আসে
বন্ধুর মত ফুলের গন্ধেরা এসে জড়িয়ে ধরে
তোমার উদ্দেশে লেখা কবিতাগুলি আবৃত্তি করে
শুনতে শুনতে আমার ঘুম পায়
মমতাবিহ্বল বাতাস চুলে বিলি কেটে দেয়
স্বপ্নে তুমি ও কবিতা একাকার হয়ে যায়।

## সায়ন্তন

স্বপ্ন দেখি শুধু পাথর
পাথরের সিঁড়ি দেওয়াল ছাদ অলিন্দ ঝরোকা
পাথরের পরী প্রতিহারিণী সিংহ ফোয়ারা
সালারজং মিউজিয়ামের সেই
ভেল অফ রেবেকা
পাথরের গ্লাস পানপাত্র
স্বপ্নে দেখি পাথরের প্রতিমা
চোখে টলমল করছে জল
দুঃখ
ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে কপোলে
কপোল থেকে গলায় স্তনে
জীমূতকান্তি আকাশ থেকে ঝরছে বৃষ্টি
রোমাঞ্চিত পাথরের কদমফুল
হাসুহানার সুগন্ধ
সায়ন্তন বিষাদ
স্বপ্ন দেখি . . .

## বহুদিন

বহুদিন হেঁটে কাঠজুড়িডাঙায় যাই না
দাঁড়িয়ে থাকি না কৃষ্ণচূড়াটার তলায়
কামারপুকুর থেকে বাস আসে না আমাকে তুলে নিতে
বহুদিন লক আর বার্কলে
হীনযান আর মহাযান পড়াই না ওদের
করিডোর ছুঁয়ে থাকা দেবদারুপাতারা কেমন আছে?
সিঁড়িতে সিঁড়িতে ঝরা পাতারা? রোদ্দুর?
সেই দুটি চোখ?
বহুদিন সেই পথ নদী হয় না
ভেজা হয় না বিকেলের বৃষ্টিতে
আমার জামাকাপড়ে লেগে আছে আজও
ওইসব রোদ্দুর বৃষ্টি আলোছায়ার দাগ
চকের গুঁড়ো দৃষ্টির সুগন্ধ
আর নিঃসঙ্গতা

## ভালো থাকবে

তোমার মন খারাপ।
আমি প্রার্থনাসম্বল।
এই। এইটুকুই।
তোমার মন খারাপ।
আমি বিশ্বাসপ্রবণ।
এই। এইটুকুই।
বাকি সব আন্তরিকতাহীন।
বাকি সব শ্রবণহীন।
তুমি ভালো থাকবে।
অবশ্যই ভালো থাকবে।

## স্কুল

আলপথ ধ'রে অনেকটা হেঁটে গেলে গন্ধেশ্বরী নদী
সামান্য পাতা ডোবানো জল তারপর শুধু বালি
পেরোলে রুক্ষ কাঁকুরে উঁচু নিচু মাঠ
ধ'রে ধ'রে হাঁটলে পুরোনো মজা পুকুর পাড়ে
তালগাছের সারি গা ছমঝম সরু শাদা পথ
যেতে যেতে শ্মশান ঝুরিময় বট নালা
পেরোলে শশা খেত কাঁকুড় খেত যব খেত
আবার আঁকা বাঁকা আলপথ তারপর
প্রান্তর খেজুর আর বাবলা আর অশ্বত্থ আর পলাশ
আর শিমুল আর জ্যাকারান্ডা ভারুই পাখি
তারপর স্কুল
মানকানালী স্কুল
মাটির বাড়ি খড়ের চাল গোবরে নিকানো মেঝে
আমবন আর তালবন আর গোরুর গাড়ির
চাকায় ধুলো বালির সমান্তরাল রাস্তা
শৈশব প্রাক কৈশোরের দিনলিপির গায়ে
লেগে থাকা স্মৃতিধার্য দাগ
সুলেখা কালির গোবরমাটির
শিমুল ফুলের

## শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাকসিদ্ধ পিতামহ, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।
তোমার কোনো ছবি নেই। আমি মনে মনে আঁকি।
ঋজু দীর্ঘ নিটোল শরীর। ফর্সা। শুভ্র উপবীত।
মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরণে ধুতি। গায়ে উত্তরীয়।
পায়ে খড়ম। চোখে সুদূরতা। কাব্য ব্যাকরণ পড়াচ্ছ।
ন্যায় স্মৃতি পড়াচ্ছ। ম্লেচ্ছ স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করছ।
সত্যবাক বিভূতিতে স্থির। আজ অতিবৃদ্ধ তুমি।
তবু কী ঋজু কী দৃঢ় পদক্ষেপ তোমার। আমি

নতজানু হয়ে বসি। তুমি সস্নেহে আমাকে তুলে
ধরো। মমতাবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাও। বলো, যেন বলো
হবে, তোর হবে। মাঝরাতের তারারা ফুল হয়ে যায়
মৌন মূক শ্রবণহীন আমার চোখের হাহাকার
তুমি মুছে দাও। আমি তোমার বিশাল বক্ষদেশে
মাথা রাখি। আঃ কী সুগন্ধ কী দিব্যগন্ধ সেখানে।

## খুব নিচুতে

মানুষ অনেক কিছু মনে রাখে না ভুলে যায়
মানুষের স্মৃতি ও বিশ্বস্ততা বড় ভঙ্গুর
সর্বোপরি নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত যে
নিজের আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর কথাও সে ভুলে থাকে
মানুষের কোনো বন্ধু নেই
সে কাউকে ভালবাসে না বলে
তার দুঃখ পবিত্র নয়
অস্তিত্বের যুদ্ধে ক্ষত কলেবর সে নিদ্রাবিহীন
তার মুখে নিষ্ঠুরতা চোখে ছলনা হাতে দস্তানা
তবু তার ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ!
মৃতেরা মৃতের সৎকারটুকুও করতে ভুলে গেছে
প্রদীপ জ্বলছে বহুদূর অন্তর
তবু মানুষকে নাম নিতে বলতে
তোমাকে আসতে হয়
নেমে আসতে হয় খুব নিচুতে
আমাদের মধ্যে

## দূর থেকে

দূর থেকে মনে হয়
তুমি কী গাঢ় নীল
তোমার শূন্যতার
রঙে স্তব্ধ আকাশ
স্তিমিত প্রতিমা
সুদূরতায়
তুমি কী অভাবনীয়
অথচ দীপ্তিমান
পরিপ্লাবী
দিব্য গন্ধে
বিদ্যুৎপ্রভ
সংনিয়মিত
সংহত
সংবিতার্থে
পূর্ণমদঃ
পরম প্রচেতক
ঋত
হিরণ্ময়
সর্বাত্মক

এ সবই
দূর থেকে মনে হয়।

## পূর্ব, উত্তর

তোমরা উত্তর আধুনিক নদীর মধ্যে আগুন খোঁজো
আমি পূর্ব আধুনিকতায় জল দেখব
তোমরা মেয়েটির চোখে আয়লা দেখ
আমি পাখির নীড়েই আশ্রয় নেব
তোমরা ইনসাস নাইটভিসন জঙ্গলমহল নাও
আমার চণ্ডীমণ্ডপ কথকতা রাধাচূড়া থাকুক
ব্রতকথা গঙ্গাস্নান আম্রপল্লব ঘট থাকুক
সনাতন জিজ্ঞাসার উত্তর যেখানে
আমার সেই অপাণিপাদ ঈশ্বর থাকুন।

## কানু ছাড়া

এতগুলো লেখা! এত দ্রুত! কাটাকুটি নেই!
গল্পো!
বিস্ময় প্রকাশ করল বন্ধু।
কী আর করা।
আসলে ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে।
পোশাক জীর্ণ হয়ে আসছে।
বিলি বন্দোবস্তে হাত দিয়েছি।
জলের তরঙ্গ মুখর হয়ে উঠছে।
সন্ধে নেমে আসবে।
নৌকোয় তিনি বৈঠা নিয়ে বসে আছেন।
তাছাড়া কী কথাই বা বলি।
তাঁর কথা।
তাঁর ওপর মান অভিমানের কথা।
রাগ বিদ্বেষের কথা।
এছাড়া আর আমার কিছু নেই।
কিছু নেই।
তোমরা এসো।
তোমাদের ভাল লাগবে না।
তিনি যে ব'সে আছেন অপেক্ষায়
তাঁর কথাটুকু শুনিয়ে যাই।

## পাথর

এই পাথর আগ্নেয়
এই পাথর পবিত্র
এই পাথর চিন্ময়
এই পাথর অপাণিপাদ

এই পাথরে প্রভু বসতেন
এই পাথরে প্রভু বসতেন

তাঁর পাদস্পর্শে
এই পাথর নন্দিত
ওতপ্রোত আনন্দলহরী
জায়মান গঙ্গোত্রী

এই পাথরে
মরমী বিভা
উচ্চারিত সঙ্কেত
জন্মমৃত্যুর অতীত
অবর্ণনীয় প্রভা

এই পাথরে
প্রভু বিশ্রাম করতেন